সুশাসনের মধ্যে ধর্মবিশ্বাস

বিষয়সূচী

মুখবন্ধ

ক. ভূমিকা

ক১. কী বিষয়ে এই নির্দেশনা?

ক২. কাদের লক্ষ্য করে এটি তৈরী করা?

ক৩. অবশ্যই এবং উচিত: আমরা যেটা বুঝাই

ক৪. এই নির্দেশনাটি যেভাবে ব্যবহার করতে হবে

ক৫. সাহায্য ও পরামর্শপ্রাপ্তির অন্যান্য উৎসসমূহ

ক৬. ব্যবহৃত কিছু টেকনিক্যাল শব্দসমূহ

খ. আপনার দাতব্য প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন

খ১. দাতব্য প্রতিষ্ঠান কী?

খ২. দাতব্য আইনের জন্য ধর্মীয় দাতব্য কী?

খ৩. দাতব্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রধান সুবিধাসমূহ কী কী?

খ৪. রেজিস্টার অব চ্যারিটি (Register of Charities) কী?

খ৫. কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোর নিবন্ধন প্রয়োজন?

খ৬. ধর্মীয় উপাসনার জন্য নিবন্ধিত স্থানসমূহকেও কি কমিশনে নিবন্ধন করতে হবে?

খ৭. আমরা একটি 'মূল' দাতব্য প্রতিষ্ঠানের অংশবিশেষ। আমাদের কি তারপরও নিবন্ধন করতে হবে?

খ৮. আমরা একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধনের কথা ভাবছি। আমরা কী ভাবে আরও তথ্য পেতে পারি?

খ৯. জনকল্যাণের বিষয়টি কী?

খ১০. নিবন্ধন করতে কত দিন লাগবে?

খ১১. নিবন্ধনের আওতামুক্ত দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য কী পরিবর্তন হয়েছে এবং এই সব পরিবর্তন কার্যকর করার জন্য আমাদের কী কী পরিকল্পনা রয়েছে?

খ১২. আমরা নিবন্ধনের আওতামুক্ত একটি চার্চ-ভিত্তিক দাতব্য প্রতিষ্ঠান, কিন্তু আমরা একটি চ্যারিটেবল ইনকরপোরেটেড অর্গানাইজেশন (CIO) হতে চাই। এটা কি নিবন্ধনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তাতে কোন পার্থক্য তৈরি করে?

খ১৩. আমরা আমাদের সম্প্রদায়ের জন্য অনুমোদিত পরিচালন নথিপত্র ব্যবহার করতে চাই না। আমরা কি স্বাধীনভাবে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে পারি এবং আলাদা পরিচালন নথিপত্র ব্যবহার করতে পারি?

গ. প্রশাসনিক ভূমিকাসমূহ

গ১. আমাদের ট্রাস্টি কারা?

গ২. আমাদের পরিচালন নথিপত্র নিয়ন্ত্রক ট্রাস্টিবৃন্দের উল্লেখ করে। তাদের ভূমিকা কী?

গ৩. যেসব বিষয়ে ধর্মগুরুরা যুক্ত সেখানে কি বিশেষ কোন প্রশাসনিক বিবেচনা আছে?

গ৪. ধর্মগুরুদের ব্যক্তিগত সুবিধাদি প্রদানের নিয়মাবলী কী কী ?
গ৫. আমাদের সদস্যবৃন্দের কী ভূমিকা পালন করা উচিত?
গ৬. আমাদের দাতব্য প্রতিষ্ঠানে কী ভাবে আমরা মতবিরোধ ও দ্বন্দ্ব এড়াতে পারবো?

ঘ. প্রাসঙ্গিক সারসংক্ষেপসমূহ
ঘ১. পরিচালন নথিপত্রে পরিবর্তন
ঘ২. নতুন ট্রাস্টিবৃন্দ সন্ধান
ঘ৩. ট্রাস্টিদের দায়িত্বসমূহ
ঘ৪. ভালো অনুশীলনের ব্যাপারটা কী?
ঘ৫. ট্রাস্টির দায়-দায়িত্ব: সমস্যা তৈরী হলে কী ঘটবে?
ঘ৬. প্রতিবেদন ও হিসাবসমূহ
ঘ৭. 'পাবলিক বেনিফিট রিকোয়ারমেন্ট' বলতে কী বুঝায়?
ঘ৮. তহবিল সংগ্রহ এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সম্পদের সুরক্ষা
ঘ৯. তহবিল স্থানান্তর/বিদেশে কার্যক্রম পরিচালনা

ঙ. আরও তথ্য ও পরামর্শ

চ. চ্যারিটি কমিশন-এর প্রধান প্রধান যোগাযোগবৃত্তান্ত ও প্রকাশনাসমূহ

মুখবন্ধ
ধর্মবিশ্বাসভিত্তিক হাজার হাজার দাতব্য প্রতিষ্ঠান ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস্ এ চালু রয়েছে, যাদের মধ্যে কতকগুলো ধর্ম প্রসারের কাজে নিয়োজিত, আর কতগুলো আছে এমন যাদের কাছে ধর্মবিশ্বাস হলো এক গুরুত্বপূর্ণ অনুপ্রেরণা। এসব প্রতিষ্ঠানের দাতব্য কর্মকাণ্ড ব্যাপক আর তাদের সুবিধাভোগীর সংখ্যা কয়েক মিলিয়নের কোঠায়। নিবন্ধন খাতায় এই দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ সবচেয়ে প্রাচীন ও সংখ্যার দিক দিয়ে সর্বাধিক।

ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপক পরিসরে কার্যরত দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন আকার ও গঠনের হয়ে থাকে। এই নির্দেশিকার উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বাস-ভিত্তিক দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে দাতব্য আইন মেনে চলতে সাহায্য করা এবং তাদের বিশ্বাসী-পরিচয়, মৌলিক লক্ষ্যসমূহ ও উদ্দেশ্য বজায় রাখা জরুরী একথা স্বীকার করে নিয়ে তাদের আরও ভালোভাবে কাজ করার উপযোগী করে তোলা।

এই নির্দেশিকায় বেশ কিছু কেস স্টাডি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে, যেগুলোতে বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের গৃহীত পরিচালনা পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। যে সমস্ত সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গ এক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন, তাদের সাহায্যের জন্য কমিশন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

ডেম সুজি লেদার, সভাপতি
অ্যান্ড্রু হাইন্ড, প্রধান নির্বাহী

ক. ভূমিকা

ক১. কী বিষয়ে এই নির্দেশনা?

এই প্রকাশনায় রয়েছে আইনগত ও সু-অনুশীলন কাঠামোর সেইসব বিষয়াবলী যেগুলো খুব সম্ভব ধর্মবিশ্বাস-ভিত্তিক দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য প্রাসঙ্গিক হবে। সাধারণ আইনগত বাধ্যবাধকতা ও সু-আচরণ সম্পর্কিত তথ্যের পাশাপাশি এতে আরও আছে ধর্মবিশ্বাস-ভিত্তিক দাতব্য প্রতিষ্ঠান বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা এবং ধর্মবিশ্বাস-ভিত্তিক নির্দিষ্ট কিছু দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকজনের দৃষ্টিভঙ্গি। আমরা এটা স্বীকার করে নিই যে, দাতব্য প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যসমূহ অর্জন ও তাদের বিশ্বাসের ভিত্তি ও মূল্যবোধ রক্ষার সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি বেছে নেয়ার জন্য নমনীয়তা ও স্বাধীনতা ট্রাস্টিবৃন্দের অবশ্যই থাকতে হবে।

ক২. কাদের লক্ষ্য করে এটি প্রণীত?

যেসব দাতব্য প্রতিষ্ঠান বিস্তৃত পরিসরে সামাজিক ও যাজকীয় কার্যক্রমের বাইরে প্রধানত ধর্মীয় প্রার্থনা ও সহযোগী কার্যক্রম চালানোর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাদের ট্রাস্টি, কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য মূলতঃ এই নির্দেশিকাটি। আমরা স্বীকার করে নিই যে, ধর্মীয় উদ্দেশ্যে গঠিত অনেক দাতব্য প্রতিষ্ঠান এমন বিস্তৃত পরিসরে কাজ করে থাকে যা ধর্মীয় উদ্দেশ্যের বাইরে এবং অবশ্যই আরও কিছু দাতব্য প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলোর ধর্মীয় অণুপ্রেরণা বা ভাবধারা রয়েছে, কিন্তু ধর্মের প্রসারের বাইরে অন্যান্য দাতব্য কারণে প্রতিষ্ঠিত। ধর্মীয় প্রার্থনা ও সম্পৃক্ত কাজের প্রতি যাদের মনোযোগ এরূপ তুলনামূলক ছোট/নতুন দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে লক্ষ্য করে এই নির্দেশিকাটি তৈরী হলেও মূলনীতিসমূহ ধর্মবিশ্বাস ভিত্তিক অন্যান্য দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্যও প্রযোজ্য।

ক৩. অবশ্যই এবং উচিত: আমরা যা বুঝাই

এই নির্দেশিকায় আমরা যেখানে ‘অবশ্যই’ ব্যবহার করেছি, সেখানে আমরা বলতে চাই, এটি ট্রাস্টিবৃন্দ বা দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য নির্দিষ্ট আইনী বা নিয়মতান্ত্রিক বাধ্যবাধকতা। ট্রাস্টিবৃন্দকে অবশ্যই এগুলো মেনে চলতে হবে। যেসব অনুচ্ছেদে আইনী বা নিয়মতান্ত্রিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে সেসব অনুচ্ছেদে আপনার সুবিধার জন্য উত্তরের পাশে L চিহ্নটি আছে।

যেসব কাজ সু-আচরণ বলে আমরা গণ্য করি, তাদের জন্য আমরা ‘উচিত’ শব্দটি ব্যবহার করি, কিন্তু এগুলোর জন্য আইনী বাধ্যবাধকতা নেই। যৌক্তিক কোন কারণ না থাকলে ট্রাস্টিবৃন্দের এই সু-আচরণ নির্দেশিকা মেনে চলা উচিত হবে।

ক৪. এই নির্দেশনাটির ব্যবহার

এই নির্দেশিকা আইনী প্রয়োজনীয়তাসমূহ ও সু-আচরণের সুপারিশসমূহের একটি **সারসংক্ষেপ** প্রদান করে যেগুলো সিদ্ধান্ত প্রণয়ন ও ভালো আচরণের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত। প্রতিটি সারসংক্ষেপে রয়েছে একটি নির্দেশকচিহ্ন যা এই বিষয়গুলোতে কমিশনের আরও বিস্তারিত নির্দেশনার প্রতি ইঙ্গিত করে।

ক৫. সাহায্য ও পরামর্শপ্রাপ্তির অন্যান্য উৎসসমূহ

ট্রাস্টিবৃন্দের সাহায্যের জন্য অনেক উপাদান রয়েছে। আমরা ট্রাস্টিদেরকে তাদের দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে যতটা সম্ভব কার্যকরভাবে চালানোর লক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করতে উৎসাহিত করি।

কী করতে হবে তার বর্ণনাসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উৎসের যোগাযোগ বৃত্তান্ত **ঙ** সেকশনে পাওয়া যাবে।

ক৬. ব্যবহৃত কিছু টেকনিক্যাল শব্দাবলী

সম্পদ মানে দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি এবং এর অন্তর্ভুক্ত হলো নগদ অর্থ, ব্যাংক ও বিল্ডিং সোসাইটি-তে জমা অর্থ, বিনিয়োগ, জমি, বাড়িঘর এবং সরঞ্জামাদি।

নিরীক্ষণ। ১৯৯৩ অ্যাক্ট এর পার্ট ৬ অনুযায়ী, যা ২০০৬ অ্যাক্ট এর পার্ট ২ হিসেবে সংশোধিত, নিরীক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আছে। নিরীক্ষণ হলো এমন একজন নিবন্ধিত নিরীক্ষক কর্তৃক হিসাবনিকাশ-এর খুঁটিনাটি পরীক্ষা যিনি একজন নিরীক্ষণ পেশাজীবী হিসেবে অডিটিং প্র্যাকটিশ বোর্ড দ্বারা ইস্যুকৃত মানদণ্ড প্রয়োগ করবেন। একজন নিবন্ধিত নিরীক্ষক হলেন কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০০৬ অনুযায়ী যেকোন স্বীকৃত তত্ত্বাবধায়ক প্রতিষ্ঠানে নিবন্ধিত কেউ।

নিরীক্ষক মানে হলো কোন ব্যক্তি যিনি কোম্পানিজ অ্যাক্ট **১৯৮৯** এর ২৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী কোম্পানিসমূহের হিসাবনিকাশ করবার যোগ্য (যেমন, একজন নিবন্ধিত নিরীক্ষক) অথবা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালন নথিপত্র অনুযায়ী প্রয়োজনসিদ্ধ নিরীক্ষার ক্ষেত্রে, চ্যারিটিজ অ্যাক্ট **১৯৯৩**, যা চ্যারিটিজ অ্যাক্ট ২০০৬ দ্বারা সংশোধিত, বা কোম্পানিজ অ্যাক্ট **১৯৮৫** অনুযায়ী নিরীক্ষণ পরিচালনা করার যোগ্য কোন ব্যক্তি।

দাতব্য কোম্পানি মানে হলো একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান যেটি একটি কোম্পানি যা কোম্পানিজ অ্যাক্ট **১৯৮৫** বা অ্যাক্ট এর প্রযোজ্য ব্যবস্থা অনুযায়ী সৃষ্ট ও নিবন্ধিত।

চ্যারিটেবল ইনকরপোরেটেড অর্গানাইজেশন (CIO) এর অর্থ হলো ইনকরপোরেশনের নতুন মাত্রা যা চ্যারিটিজ অ্যাক্ট ২০০৬ সূচনার মাধ্যমে বিশেষভাবে দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বানানো হয়েছে। CIO দ্বৈত নিয়ন্ত্রণের ভারমুক্তভাবে একটি করপোরেট কাঠামোর সুবিধাগুলো, যেমন হ্রাসকৃত ব্যক্তিগত দায়, একত্র করবে।

জিম্মাদার কর্তৃপক্ষ (Custodian trustee) এর অর্থ হলো একটি করপোরেশন (ব্যক্তিবিশেষ নয়) যার প্রধান কাজ হলো দাতব্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হয়ে বিনিয়োগ ও সম্পত্তির আইনী অধিকার ধারণ করা। জিম্মাদার কর্তৃপক্ষ কেবলমাত্র দাতব্য প্রতিষ্ঠান বা ব্যবস্থাপক ট্রাস্টিদের আইনগত নির্দেশ অনুযায়ী চলতে পারে। একটি জিম্মাদার কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের একটি বিশেষ রূপ, কিন্তু এর নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব রয়েছে যা পাবলিক ট্রাস্টি অ্যাক্ট **১৯০৬** এর ধারা ৪-এ বলা আছে: এটির কোন ব্যবস্থাপনা ক্ষমতা নেই।

অর্পণ তহবিলসমূহ (Endowment funds) হলো এমন তহবিল যা ট্রাস্টিদেরকে আইনগতভাবে দাতব্য প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সাধনে বিনিয়োগ করতে বা রাখতে বা ব্যবহার করতে হয়। অর্পণ খরচযোগ্য বা স্থায়ী হতে পারে। দাতব্য উদ্দেশ্যে **খরচযোগ্য অর্পণের** জন্য আবেদনের ক্ষমতা ট্রাস্টিদের রয়েছে।

নিবন্ধনের আওতামুক্ত দাতব্য প্রতিষ্ঠান (Excepted charities)। এ সকল দাতব্য প্রতিষ্ঠানের আমাদের এখানে নিবন্ধনের প্রয়োজন নেই, কিন্তু এদের অন্যান্য বেশিরভাগ ব্যাপার আমাদের আইনের আওতায় পড়ে। বার্ষিক £৫,০০০ মোট-আয় সীমা থেকে সাধারণ নিবন্ধনের শুরু হয়, যদি না দাতব্য প্রতিষ্ঠানটি কোন আদেশ বা নিয়ন্ত্রণ দ্বারা আওতামুক্ত অথবা প্রার্থনার জন্য নিবন্ধিত স্থান হয়ে থাকে।

দায়মুক্ত দাতব্য প্রতিষ্ঠান (exempt charity)। এই দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ যা ১৯৯৩ অ্যাক্ট, যা ২০০৬ সালে সংশোধিত, দ্বারা কমিশনে নিবন্ধনের ব্যাপারটিসহ নানান দিক থেকে দায়মুক্ত। একটি দায়মুক্ত দাতব্য প্রতিষ্ঠান এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত প্রায়ই কোন আইনী বন্দোবস্তের আওতায় বা এর দ্বারা নির্দেশিত প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট হিসাব বা প্রতিবেদন উপস্থাপন প্রক্রিয়া অনুসরণ করবে।

পরিচালন নথিপত্র (Governing document) মানে হলো যে কোন ধরণের নথি যা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য এবং সাধারণত কী ভাবে এটি প্রশাসিত হবে সেই উদ্দেশ্যে প্রণীত। এটি হতে পারে কোন ট্রাস্ট ডিড, সংবিধান, কোবালা, দলিল, স্মারক এবং আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন, রয়েল চার্টার বা কমিশন-এর কোন প্রকল্প।

নিয়ন্ত্রক ট্রাস্টি_(Holding trustee) এর অর্থ হলো এমন কোন ব্যক্তি, করপোরেশন বা স্বতন্ত্র কেউ যে দাতব্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এর সম্পত্তির আইনসঙ্গত অধিকার ধারণ করে। নিয়ন্ত্রক ট্রাস্টির নাম ভূমি রেজিস্টার বা কোম্পানি স্টক রেজিস্টারে দেখানো হয়, কারণ ঐ ব্যক্তি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের ভূমি বা শেয়ারের আইনত অধিকারী। দাতব্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালন বিধিমালা নিয়ন্ত্রক ট্রাস্টি(বৃন্দ) কে আরও ক্ষমতা ও দায়িত্ব দিতে পারে, তবে তারা সাধারণভাবে দাতব্য প্রতিষ্ঠানের আইনত অধিকারই ধারণ করে থাকে। উল্লেখ্য যে, নিয়ন্ত্রক ট্রাস্টিবৃন্দ কেবল মাত্র ব্যবস্থাপক ট্রাস্টিবৃন্দের আইনী নির্দেশ মেনে চলে, তারা কোন মতেই ব্যবস্থাপক ট্রাস্টিবৃন্দের কোন কাজ (বা নিষ্ক্রিয়তার) এর জন্য দায়ী থাকবেন না।

নন-কোম্পানি দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ (Non-company charities) । এগুলো এমন ধরণের দাতব্য প্রতিষ্ঠান যা দাতব্য কোম্পানি নয়। উদাহরণে বলা যায়, ট্রাস্টসমূহ, আন-ইনকরপোরেটেড অ্যাসোসিয়েশনসমূহ এবং যেসব করপোরেট প্রতিষ্ঠান যা কোম্পানিজ অ্যাক্ট ১৯৮৫ ছাড়া অন্য কিছুর (যেমন রয়েল চার্টার) মাধ্যমে ইনকরপোরেটকৃত হয়েছে।

স্থায়ী অর্পণ (Permanent endowment) হলো দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি (ভূ-সম্পত্তি, বাড়িঘর, নগদ অর্থ বা বিনিয়োগসমূহ সহ) যা ট্রাস্টিরা খরচ করতেন না যদি এটি আয় হতো। এটিকে অবশ্যই স্থায়ী হতে হবে, মাঝে মাঝে দাতব্য প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য আরও বাড়ানোর জন্য, মাঝে মাঝে দাতব্য প্রতিষ্ঠানের আয়ের জন্য। ট্রাস্টিরা সাধারণত আমাদের সম্মতি ছাড়া স্থায়ী অর্পণ খরচ করতে পারে না।

উদ্দেশ্যসমূহ (মাঝে মাঝে বলা হয় লক্ষ্যসমূহ) হলো আইনী দাতব্য উদ্দেশ্য যার জন্য দাতব্য প্রতিষ্ঠান টিকে থাকে বা পরিচালন নথিপত্রে অর্জনের জন্য যেসব জিনিস উল্লেখ থাকে। উদ্দেশ্যসমূহ ব্যাপক পরিসরে এবং আইনী ভাষায় বর্ণনা করা হয়ে থাকে। তারা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সম্পদ কী ভাবে ব্যবহৃত হবে সে ব্যাপারে নির্দেশনা দেয় (এবং ফলস্বরূপ সীমাবদ্ধতা আরোপ করে)।

সুপারিশকৃত আচরণ বিধিমালা (SORP) এর অর্থ হলো দি স্টেটমেন্ট অব রিকোমেন্ডেশন প্র্যাকটিস যা ট্রাস্টি'স অ্যানুয়াল রিপোর্ট-এ সুপারিশকৃত আচরণ এবং স্বয়ংক্রীয়ভাবে জমা হওয়া হিসাব প্রস্তুতিতে বলা হয়। সুপারিশকৃত আচরণ বিধিমালা (SORP) দাতব্য প্রতিষ্ঠানের রসিদ প্রস্তুতিতে ও পেমেন্ট হিসাবসমূহের জন্য প্রযোজ্য নয়।

খ. আপনার দাতব্য প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন

আপনি হয়তো একটি নতুন দাতব্য প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করার কথা ভাবছেন, যার লক্ষ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ধর্মের প্রসার অথবা আপনি ইতোমধ্যে সক্রিয়ভাবে কোন একটির পরিচালনার সাথে যুক্ত আছেন। আয়ের মাত্রা অনুসারে আপনার চার্চ, গুরুদুয়ারা, মন্দির, আলোচনা স্থান, মসজিদ, সিনাগগ, মঠ, বিহার বা প্রার্থনার অন্যান্য সকল স্থানের জন্য আইন অনুসারে আমাদের এখানে নিবন্ধনের প্রয়োজন হতে পারে। নিবন্ধিত দাতব্য প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থা অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেশি সুবিধা পেতে পারে, এর মধ্যে আছে অনেক ধরনের কর ছাড়, জনগণ, অনুদান প্রদানকারী ট্রাস্টসমূহ ও স্থানীয় সরকার থেকে তহবিল সংগ্রহের ক্ষমতা। এই ভাগে সাধারণ নিবন্ধন প্রক্রিয়া ও দরকারী বিষয়সমূহ তুলে ধরা হয়েছে, আর নিবন্ধনের নতুন প্রয়োজনীয় দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যার আওতায় বর্তমানে অনেক খ্রিস্টান চার্চ দাতব্য প্রতিষ্ঠান এসেছে। ।

খ১. একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান কী?

একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান হলো একধরণের প্রতিষ্ঠান যা এক বা একাধিক উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠিত যেগুলো আইন অনুযায়ী দাতব্য। এর উদ্দেশ্যসমূহের কতগুলো দাতব্য আর কতগুলো নয়, এমনটি হতে পারে না। লোকজন যেটিকে সাধারণভাবে ভালো কারণ মনে করে একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের আইনী অর্থ তার সঙ্গে সবসময় খাপ খায় না। একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জনকল্যাণের লক্ষ্য থাকতে হবে। দাতব্য প্রতিষ্ঠানের প্রশাসক এবং সম্পর্কযুক্ত বা খুব কাছের কোম্পানি ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হতে পারবে না যদি না এটি প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সাধনের অলজ্ঘনীয় ফলাফল হয়ে থাকে। দাতব্য প্রতিষ্ঠান হওয়াটা মতামত বা পছন্দের বিষয় নয়, বরং এটি আইনী ব্যাপার। কমিশনে নিবন্ধন কাউকে দাতব্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে না। কী উপায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং কী কী উদ্দেশ্য বেছে নিয়ে তা হয়েছে, সেগুলোই একটি প্রতিষ্ঠানকে একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে। নিবন্ধন শুধুমাত্র আপনার নিবন্ধিত অবস্থার স্বীকৃতি।

খ২. দাতব্য প্রতিষ্ঠান আইনের জন্য ধর্মীয় দাতব্য প্রতিষ্ঠান কী?

জনকল্যাণের জন্য ধর্মের প্রসার অনেক দিন ধরে চলে আসা একটি দাতব্য কারণ এবং অনেক ধর্মের ভিতর যেকোনটির প্রসার দাতব্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য।

ধর্মের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য এবং দাতব্য আইনের জন্য ধর্মের প্রসারের *অর্থ সম্পর্কে* **আরও তথ্যের** *জন্য এই নির্দেশিকার ঘ৭ সেকশন এবং আমাদের ওয়েবসাইটে জনকল্যাণ নির্দেশনা (public benefit guidance) সেকশন দেখুন।*

চ্যারিটিজ অ্যাক্ট ২০০৬ এ দাতব্য উদ্দেশ্যসমূহের বর্ণনা আমাদের ওয়েবসাইটের দাতব্য প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন (Registering a Charity) পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে।

খ৩. দাতব্য হিসাবে প্রধান সুবিধাসমূহ কী কী?

জনগণ এবং তহবিলদাতাগণ নিবন্ধিত দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহে দান করতে বেশি আগ্রহী কারণ তারা জানে যে সেগুলো চ্যারিটি কমিশন এর নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর আওতায় এসেছে।

দাতব্য প্রতিষ্ঠান আকর্ষণীয় কর ছাড় পেয়ে থাকে। সাধারণত তাদের পরিশোধ করতে হয় না:

- **আয় কর** (Income Tax): দাতব্য কারণে প্রযোজ্য বিনিয়োগ, জমি ও সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত আয়।
- **করপোরেশন ট্যাক্স** (Corporation Tax): দাতব্য কারণে প্রযোজ্য ব্যবসায়িক কার্যক্রম থেকে আয়
- **ক্যাপিটাল গেইনস ট্যাক্স** (Capital Gains Tax): দাতব্য কারণে প্রযোজ্য সম্পদের বিক্রয় থেকে প্রাপ্তি
- **স্ট্যাম্প ডিউটি** (Stamp Duty): দাতব্য প্রতিষ্ঠানে কিছু স্থানান্তর বা পরিবহনের ক্ষেত্রে
- **বিজনেস রেটস** (Business Rates): দাতব্য উদ্দেশ্যসমূহ আরো এগিয়ে নিতে দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ যেসব ইমারত ব্যবহার করে ও অবস্থান করে, সেগুলোর জন্য সাধারণ বিজনেস রেটস ২০%-এর চেয়ে বেশি প্রদান করে না।

দাতব্য প্রতিষ্ঠানে উপহার প্রদানকারীগণ উপহারের মূল্যমান বাড়াতে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে প্রদান করতে পারেন:

- **গিফট এইড স্কিম** (Gift Aid Scheme) এর আওতায় যুক্তরাজ্যের দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যক্তি কর্তৃক পরিশোধিত করের মূল হার ফেরত পাবার দাবী করতে পারে। এর পরিমাণ প্রতি পাউন্ডে ২৫ পেন্স। বাড়তি হিসাবে এইচএমআরসি (HMRC) স্বয়ংক্রিয় ভাবে প্রতি পাউন্ড দানে আরও তিন পেন্স করে পরিশোধ করে দেবে। করের মূল হারের অবনমনকে ঠিক রাখতে এই ট্রানজিশনাল রিলিফ' (২২ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ) ৬ এপ্রিল ২০০৮ থেকে ৫ এপ্রিল ২০১১ পর্যন্ত গিফট এইড ডোনেশনস এর জন্য প্রাপ্য করা হয়েছে। এর মানে হলো প্রতি ১ পাউন্ড দানে আপনার দাতব্য প্রতিষ্ঠান ২৮ পেন্স পেতে পারে, সুতরাং মোট দানের পরিমাণ হলো £১.২৮।
- **উচ্চহারে কর পরিশোধকারীগণ** তাদের প্রদানকৃত উপহারসমূহে ব্যক্তিগত ভাবে করের উচ্চহার ও মূলহারের পার্থক্য আদায় করতে পারবেন। এই প্রকল্প বা স্কিম যুক্তরাজ্যের কোম্পানীগুলোকে যেকোন রকমের কর কর্তনের আগেই অর্থ উপহারের সুযোগ দেয়।
- উইল করে দাতব্য প্রতিষ্ঠানে উপহার প্রদান **ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স** (Inheritance Tax) থেকে মুক্ত।

অন্যান্য সুবিধার মধ্যে আছে:

- তহবিল সংগ্রহ ও প্রশাসনের মত বিষয়ে আমাদের কাছে থেকে বিনামূল্যে বিস্তর পরামর্শ ও নির্দেশনা পাওয়ার সুযোগ

- তহবিল সংগ্রহের জন্য নিবন্ধিত দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ নিবন্ধিত দাতব্য নম্বর এবং ব্যাজ/ব্র্যান্ড পায় এবং গিফট এইড ব্যবস্থার মাধ্যমে সর্বোচ্চ আর্থিক সুবিধা পেতে পারে।

খ৪. রেজিস্টার অব চ্যারিটিজ (Register of Charities) **কী?**

এখানে মোটামুটি ১৮০,০০০০ নিবন্ধিত দাতব্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কমিশনের রেজিস্টার অব চ্যারিটিজ এই সব দাতব্য প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমৃদ্ধ কমপিউটারাইজ্‌ড ডাটাবেজ। বিস্তারিত বর্ণনার মধ্যে আছে দাতব্য প্রতিষ্ঠানের নাম, এর উদ্দেশ্যসমূহ, এর বার্ষিক আয়, এর কী ধরণের পরিচালন নথিপত্র আছে এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানের ভিতরে যোগাযোগের নাম ও যোগাযোগের ঠিকানা।

এই রেজিস্টার জনগণকে দাতব্য প্রতিষ্ঠানের তথ্য খুঁজে পেতে সাহায্য করে। যেমন, তহবিল সংগ্রহ করছে এমন কোন প্রতিষ্ঠান নিবন্ধিত কি না যাচাই করা অথবা কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের হিসাব থেকে দেখে নেয়া এটি কী ভাবে অর্থব্যয় করছে।

খ৫. কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোর নিবন্ধন প্রয়োজন?

একটি প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করার দায়িত্ব রয়েছে, যদি:

- এটি নিবন্ধনের আবশ্যকতা অনুযায়ী আওতামুক্ত* বা দায়মুক্ত না হয়: এবং
- এটি ইংল্যান্ড এবং/অথবা ওয়েলস এ কেবল মাত্র দাতব্য কারণেই প্রতিষ্ঠিত; এবং
- এটির বার্ষিক আয় £৫০০০ অতিক্রম করে; এবং নিচের যে কোন একটি:
    - এটি ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে একটি কোম্পানি হিসেবে গঠিত; অথবা
    - দাতব্য প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগ প্রশাসক ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে বসবাস করেন; এবং/বা
    - এর বেশির ভাগ সম্পদ ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে অবস্থিত।

**ধর্মীয় দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহের নতুন নিবন্ধনের ব্যাপারে, যা নিবন্ধনের আবশ্যকতার আওতার বাইরে ছিলো, সেই ব্যাপারে তথ্যের জন্য দেখুন প্রশ্নসমূহ খ১১ থেকে খ১৩ পর্যন্ত।*

খ৬. ধর্মীয় উপাসনার জন্য নিবন্ধিত স্থানসমূহকেও কি কমিশনে নিবন্ধন করতে হবে?

ধর্মবিশ্বাস-ভিত্তিক অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই রেজিস্টার জেনারেল (Registrar General) এ একটি উপাসনার স্থান নিবন্ধন করতে পারে। পরামর্শ হিসাবে, আপনার স্থানীয় কাউন্সিলের রেজিস্টার অফিসে আপনি যোগাযোগ করতে পারেন। ধর্মীয় উপাসনার জন্য নিবন্ধিত স্থানসমূহকে নিবন্ধনের বাইরে রাখা হয়েছে। এই অংশটুকু প্রায়ই ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করে। এটি নিবন্ধন থেকে বাইরে, যা বর্তমান আইনে পরিবর্তন করা হয়নি, তবে ধর্মীয় কাজের জন্য নিবন্ধিত স্থানসমূহের দাতব্য

তহবিলের জন্য তা প্রযোজ্য নয়। এটি স্বতন্ত্র ট্রাস্ট দ্বারা রক্ষিত সম্পত্তির জন্য প্রযোজ্য নয়, যেমন ধর্মীয় কাজের জন্য নিবন্ধিত স্থানসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ বা মেরামতের জন্য বা যাজকের বৃত্তির জন্য। তাই, ধর্মীয় কাজের জন্য নিবন্ধিত স্থান হলেও কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আয় £৫০০০ এর বেশি হলে এটির নিবন্ধন করা উচিত।

খ৭. আমরা একটি 'মূল' দাতব্য প্রতিষ্ঠানের অংশবিশেষ। আমাদের কি তারপরও নিবন্ধন করতে হবে?

L

ধর্মবিশ্বাস-ভিত্তিক দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ সহ অনেক দাতব্য প্রতিষ্ঠান গ্রুপ অব অর্গনাইজেশন বা সংগঠন-গোষ্ঠীর অংশবিশেষ। একটি গ্রুপের অংশ হওয়াটা বেশির ভাগ সময়ই তাদের পরিচয়, লক্ষ্যসমূহ ও কার্যক্রম এর মূল বিষয়। বিভিন্ন উপায়ে দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ গোষ্ঠীগতভাবে অবস্থান করতে পারে।

তারা পরস্পর সংযুক্ত বা ফেডারেল কাঠামোর অংশ হিসাবে কার্যক্রম চালাতে পারে, যেখানে দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ আইনগত ভাবে আলাদা ও যথেষ্ট স্বাধীন, কিন্তু 'মূল' দাতব্য প্রতিষ্ঠান থেকে সহায়তা ও কৌশলগত কেন্দ্রীয় পরিষেবা গ্রহণ করতে পারে।

অন্য উপায়ে, তারা শাখা কাঠামো হিসাবে কার্যক্রম চালাতে পারে যেখানে সদস্য শাখাসমূহ আইনগতভাবে মূল দাতব্য প্রতিষ্ঠানের অংশ এবং শাখাসমূহ ও মূল দাতব্য প্রতিষ্ঠান মিলে কেন্দ্রীয় ভাবে পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করে। এখানে মূল দাতব্য প্রতিষ্ঠান স্থানীয় শাখাগুলিকে যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তাদের সম্পত্তির মালিকানা অর্জন করে আর মূল দাতব্য প্রতিষ্ঠানের হিসাবে তাদের কার্যক্রমের জন্য দায়দায়িত্ব বহন করে।

দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ শুধুমাত্র সীমিত ক্ষেত্রে অন্য দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহের নিবন্ধন নম্বর ভাগাভাগি করতে পারে। তারা এমনটি করতে পারে যখন তারা নিজ ক্ষমতাবলে পৃথক কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠান নয়, বরং মূল দাতব্য প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প যেটি মূলত এর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং 'মূল' দাতব্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন ও হিসাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে খ৫-এ উল্লেখকৃত আবশ্যকতাগুলো পূরণ করতে হলে অবশ্যই নিবন্ধন করতে হবে।

গ্রুপিং অব চ্যারিটিজ এর অংশ হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা

নিউ কাদাম্পা ট্রাডিশন - ইন্টারন্যাশনাল কাদাম্পা বুদ্ধিস্ট ইউনিয়ন ('NKT-IKBU') এর প্রতিষ্ঠাতা আধ্যাত্মিক নির্দেশক পরম শ্রদ্ধেয় গেশে কেলসাং গ্যাটসো-র নির্দেশনায় ১৯৮৩ সালে **তারা মাহায়ানা বুদ্ধিস্ট সেন্টার (Tara Mahayana Buddhist Centre**) *প্রতিষ্ঠিত হয়। দাতব্য প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৬ সালে নিবন্ধিত হয়।*

দাতব্য প্রতিষ্ঠানটি ডার্বিশায়ারের এটওয়াল থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করে যেখানে এটি একটি ধর্ম সেন্টার স্থাপিত হয়েছে। এটি লোকজনকে তাদের পড়াশোনা, সু-আচরণ ও নৈতিক নিয়মানুবর্তিতা পালনের মাধ্যমে বুদ্ধের শিক্ষার বোধগম্যতা ও অভিজ্ঞতার উন্নয়নে সহায়তা করে। দাতব্য প্রতিষ্ঠানটি NKT-IKBU -এর তিনটি পঠন কর্মসূচী শিক্ষা দেয়, এছাড়া দিবাকালীন কোর্স, সাপ্তাহিক ছুটির

দিনের কোর্স ও দীর্ঘমেয়াদী আবাসিক কোর্সসমূহ ও ধর্মীয় নির্জনবাস পরিচালনা করে এবং লোকজনকে বৌদ্ধ সমাজের জীবনযাত্রা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য কেন্দ্রটি পরিদর্শন ও এতে অবস্থান করার আমন্ত্রণ জানায়। সমগ্র মিডল্যান্ডস-এ ভাড়া করা স্থানসমূহেও এটি নিয়মিত সান্ধ্য কোর্স চালায়।

সেন্টারে পূর্ণমেয়াদে বসবাস ও পড়াশোনা করেন বা কাজের জন্য স্বল্পমেয়াদী পরিদর্শনে আসেন এমন শিক্ষক ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবক সমন্বয়ে গঠিত আবাসিক কমিউনিটি দ্বারা এই সেন্টারটির রক্ষণাবেক্ষণ হয় ।

এই দাতব্য প্রতিষ্ঠানটি পৃথকভাবে নিবন্ধিত আরেকটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান, 'নিউ কাদাম্পা ট্রাডিশন-ইন্টারন্যাশনাল কাদাম্পা বুদ্ধিস্ট ইউনিয়ন' এর সদস্য যার প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল স্পিরিচুয়াল ডিরেকটর ছিলেন পরম শ্রদ্ধেয় গেশে কেলসাং গ্যাটসো। সকল NKT-IKBU এর ধর্ম সেন্টারসমূহ আলাদা ভাবে নিবন্ধিত ঐ দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সদস্য এবং তাদের আবাসিক শিক্ষকদের সমন্বয়ে এডুকেশন কাউন্সিল গঠন করেন যার ভূমিকা NKT-IKBU-এর ধর্ম সেন্টারসমূহে সাধারণ আধ্যাত্মিক সহায়তা প্রদান করা এবং নিউ কাদাম্পা ট্রাডিশনের পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা রক্ষা করা।

ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে, "দাতব্য প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসমূহের জন্য সদস্যপদ কাঠামো খুব স্বাভাবিক ব্যাপার, যেটি সদস্য সেন্টারগুলোকে কাজে সহায়তা করে এবং আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের আরও বিস্তৃতির জন্য অনুপ্রেরণা দেয়। এটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে শক্তি প্রদান করে এবং প্রতিটি সদস্য একটি সম্পূর্ণ অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে। এই সদস্যপদ গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে ঐতিহ্যের ভিতরেই জাগতিক ও আধ্যাত্মিক কর্তৃত্বের মধ্যে সমতা রক্ষায় সহায়তা করে। আর, এটি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত বিভিন্ন সদস্য সেন্টারসমূহকে তাদের নিজস্ব বাস্তব অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ও একে অন্য থেকে শেখার সুযোগ করে দিয়েছে।"

তারা সেন্টারের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, "NKT-IKBU দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ তারা সেন্টারকে (the Tara Centre) একই দাতব্য লক্ষ্যযুক্ত দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহের বিশাল নেটওয়ার্ক হতে অভিজ্ঞতা, সহায়তা ও বিশেষ জ্ঞান থেকে সুবিধা নেয়ার সুযোগ করে দেয়। আমরা শিক্ষা, প্রার্থনা সহ আরও যেসব সেবা জনগণকে দিয়ে থাকি, তা প্রতিষ্ঠিত ও শুদ্ধ আধ্যাত্মিক পথেই আছে সেই আত্মবিশ্বাস দেয়। আমাদের প্রতিনিধির এডুকেশনাল কাউন্সিলের সদস্যপদ-এর মাধ্যমে তারা সেন্টার এই ঐতিহ্যের আধ্যাত্মিক শুদ্ধতা নিশ্চিত করতে অবদান রাখছে।"

খ৮. আমরা একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধনের কথা ভাবছি। আমরা কী ভাবে আরও তথ্য পেতে পারি?

দাতব্য প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পূর্বে প্রধান প্রধান বিষয়ের সারসংক্ষেপ আমাদের ওয়েবসাইটে দাতব্য প্রতিষ্ঠান-এর নিবন্ধন (Registering a Charity) বিভাগে পাওয়া যাবে।

খ৯. জনকল্যাণের বিষয়টি কী?

নিবন্ধনের জন্য আবেদনকারী সকল দাতব্য প্রতিষ্ঠানের ট্রাস্টিদের কমিশনের জনকল্যাণ নির্দেশনা বিবেচনা করা প্রয়োজন এবং আবেদন প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে তাদের লক্ষ্যসমূহ জনকল্যাণ সংশ্লিষ্ট কি না সেটির প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে।

জনকল্যাণ বিষয়ে **আরও তথ্যের** *জন্য এই নির্দেশিকার ঘ৭ সেকশন দেখুন এবং আমাদের ওয়েবসাইটে জনকল্যাণ নির্দেশনা* (public benefit guidance) *সেকশন দেখুন যেখানে জনকল্যাণের মূলনীতিসমূহ ও বিভিন্ন আকারের দাতব্য প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন আবশ্যকতার বিবরণ আছে।*

খ১০. নিবন্ধন করতে কত সময় লাগবে?

নিবন্ধনের জন্য আবেদন পত্রের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে আমরা গড়ে ৪০ দিনের লক্ষ্য নিই।

তবে আমরা সাধারণত দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম, যদি আপনি অনুমোদিত পরিচালন নথিপত্র ব্যবহার করেন এবং আবেদন পত্র ও ট্রাস্টি ডিক্লারেশন নির্ভুল ও সম্পূর্ণভাবে পূরণ করেন।

মাঝে মাঝে আমরা এমন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আবেদনপত্র পেয়ে থাকি যা অভিনব উদ্দেশ্যে সৃষ্ট এবং/অথবা যেখানে যথেষ্ট ব্যক্তিস্বার্থ জড়িত। এসব ক্ষেত্রে সকল আইনী বিষয় বিবেচনা করে প্রতিষ্ঠানটি দাতব্য কিনা সে সিদ্ধান্তে আসতে আমাদের বাড়তি সময় লাগতে পারে।

নিবন্ধন পরিষেবার জন্য কমিশন বর্তমানে অনলাইন-এ আবেদন করার সুযোগ দিচ্ছে। এটি দ্রুত ও সহজ উপায়ে কমিশনে নিবন্ধন আবেদনপত্র ও পরিচালন নথিপত্র প্রেরণের সুবিধা প্রদান করে। সহজে ব্যবহারোপযোগী সিস্টেম সম্পূর্ণ ফর্ম পূরণে আপনাকে অনলাইন নির্দেশনা প্রদান করবে এবং যে কোন সময় আপনার ফর্ম সেভ করার সুযোগ দেবে ও পরে ফিরে আসতে চাইলে সেই সুযোগ পাওয়া যাবে।

দাতব্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিবন্ধন

ডাডলি মসজিদ *এবং* ***মুসলিম কমিউনিটি*** *সেন্টার এর মি. আমজিদ রাজার কেস স্টাডি। এই দাতব্য প্রতিষ্ঠানটি কমিশন কর্তৃক ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে নিবন্ধিত হয়েছিল।*

দাতব্য প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য ইসলাম ধর্মের প্রসার এবং স্থানীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের মাঝে অন্যান্য দাতব্য সেবা প্রদান। মসজিদটি ডাডলির আশেপাশের ২,০০০-এরও অধিক মুসলিমকে তাদের ধর্মীয় বিধি পালনে সহায়তা করে। দাতব্য প্রতিষ্ঠানটির অন্যান্য কার্যাবলীর মধ্যে আছে শিক্ষা ও ভাষা সংক্রান্ত ক্লাস নেয়া, ইসলাম সম্পর্কে সচেতনতা ও ধারণা বৃদ্ধি এবং সাম্প্রদায়িক ঐক্য বৃদ্ধিতে কাজ করা। এছাড়াও সেন্টারটি সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট অংশ যেমন, মহিলা, বৃদ্ধ ও শিশুদের জন্য বিশেষ সেবা প্রদান করে থাকে এবং বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস, সম্প্রদায় এবং স্বেচ্ছাসেবক দলের মাঝে সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করে।

নিবন্ধন প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে দাতব্য প্রতিষ্ঠানটি জানায়, "ফেইথ এ্যান্ড সোশ্যাল কোহেশন ইউনিট (Faith and Social Cohesion Unit) আমাদের সাহায্য করেছে। আবেদনের পদ্ধতি সরল এবং সহজ। আমাদের আবেদন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে কোন রকম বিলম্ব ঘটেনি।" নিবন্ধিত হবার পরবর্তী সুবিধাগুলো সম্পর্কে জানানো হয়, "এটি সংস্থার সদস্যদের আস্থা ও বিশ্বাস প্রদান করে, এটি একটি উত্তম ভাবমূর্তি তৈরী করে এবং সাধারণ মানুষ এই সংস্থা চ্যারিটি কমিশন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ভেবে আস্থা বোধ করেন। এটি আমাদের সংস্থা-কে সফলভাবে পরিচালনার জন্যে বিভিন্ন তহবিল এবং অন্যান্য সহায়তা প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে আমাদের সক্ষম করে।"

খ১১. নিবন্ধনের আওতামুক্ত দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য কী পরিবর্তন হয়েছে এবং এই সব পরিবর্তন কার্যকর করার জন্য আমাদের কী কী পরিকল্পনা রয়েছে?

দাতব্য প্রতিষ্ঠান আইন ২০০৬ (The Charities Act 2006) অনুযায়ী যেসব দাতব্য প্রতিষ্ঠান যারা আগে নিবন্ধনের প্রয়োজনীয়তা থেকে মুক্ত ছিল, যেমন গির্জা এবং অন্যান্য খ্রিস্টান মতাবলম্বী উপাসনালয়, তাদের দায়িত্ব নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা।

ধর্মবিশ্বাস ভিত্তিক যেসব দাতব্য প্রতিষ্ঠান আওতাভুক্ত হবে সেগুলোর ব্যাপারে **আরও তথ্যের** জন্য আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন। নিচের বিভিন্ন ধরণের দাতব্য প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে কী ঘটবে সে তথ্যও সেখানে রয়েছে:

- **এক্সেপটেড চার্চ চ্যারিটি প্রোগ্রাম** (Excepted Church Charity Programme)
- **গির্জার অন্যান্য গ্রুপ যারা আগে নিবন্ধন করেনি**
- **নিবন্ধিত উপাসনালয়**
- লোকাল ঈকিউমেনিক্যাল পার্টনারশীপস

চ্যারিটিজ অ্যাক্ট ২০০৬ এর যে অংশে বার্ষিক £১০০,০০০ এর অধিক উপার্জনকারী পূর্বে আওতামুক্ত দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোর নিবন্ধনের কথা বলা হয়েছে তা ৩১শে জানুয়ারী, ২০০৯ হতে প্রয়োগ করা হচ্ছে। পূর্বে আওতামুক্ত যেসব দাতব্য প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আয় £৫,০০০ থেকে £১০০,০০০-এর মধ্যে, তাদের নিবন্ধনের আওতামুক্তির সময়সীমা ২০১২ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। £১০০,০০০ একটি অন্তবর্তীকালীন সীমা যা ভবিষ্যতে চ্যারিটিজ অ্যাক্ট পুনর্বিবেচনার মাধ্যমে কমানো হতে পারে।

খ১২. আমরা নিবন্ধনের আওতামুক্ত একটি চার্চের দাতব্য প্রতিষ্ঠান, কিন্তু আমরা একটি চ্যারিটেবল ইনকরপোরেটেড অর্গানাইজেশন (CIO) হতে চাই। এটা কি নিবন্ধনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তাতে কোন পার্থক্য তৈরি করে?

L

যেসব দাতব্য প্রতিষ্ঠান CIO হতে চায়, তাদের আয় যাই হোক না কেন তাদের নিবন্ধন করতে হবে এবং তাদের বার্ষিক তথ্যাবলী আমাদের কাছে দিতে হবে। যেসব গির্জার দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলো CIO হতে চায় তাদের ক্ষেত্রে £১০০,০০০ বা £৫,০০০ আয়সীমা প্রযোজ্য হবে না।

মার্চ, ২০১০-এর আগে CIO প্রাপ্য হবে না। CIO কাঠামোর প্রাপ্যতা নিবন্ধনের প্রয়োজনীয়তার উপর প্রভাব ফেলে না এবং যেসব দাতব্য প্রতিষ্ঠান বাধ্যতামূলক নিবন্ধনের জন্য আইনত বাধ্য তাদের অবশ্যই তা করতে হবে।

অন্যান্য যেসব দাতব্য প্রতিষ্ঠান CIO-তে অন্তর্ভুক্ত হতে চায়, তাদের আইনগত কাঠামো CIO-তে পরিবর্তনের জন্য একটি পদ্ধতি রাখা হবে যখন CIO প্রযোজ্য হবে।

খ১৩. আমরা আমাদের সম্প্রদায়ের জন্য অনুমোদিত পরিচালন নথিপত্র ব্যবহার করতে চাই না। আমরা কি স্বাধীনভাবে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করতে পারি এবং আলাদা পরিচালন নথিপত্র ব্যবহার করতে পারি?

ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক দাতব্য প্রতিষ্ঠানসহ কিছু বৃহৎ জাতীয় দাতব্য প্রতিষ্ঠান একটি অনুমোদিত পরিচালন নথিপত্র প্রস্তুত করে থাকে যা ঐ দাতব্য সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যবহার করা যেতে পারে। এইসব অনুমোদিত নথিতে একটি নির্দিষ্ট ধরণের প্রতিষ্ঠানের জন্য সম্মত উদ্দেশ্যসমূহ ও প্রশাসনিক বন্দোবস্ত উভয়ই রয়েছে।

প্রায় সকল পূর্ব-আওতামুক্ত দাতব্য প্রতিষ্ঠান এই সেবার সুবিধা নিতে পারে এবং আমরা তাদের সেটা করতে জোরালোভাবে সুপারিশ করে থাকি।

আপনার সংস্থা পৃথক পরিচালন নথিপত্র ব্যবহার করতে পারবে কি না তা গির্জার অধিভূক্তির ধরনের উপর নির্ভর করে। কোন কোন গির্জার জন্য, যাতে চার্চ অফ ইংল্যান্ড, মেথডিস্ট চার্চ, দ্য ইউনাইটেড রিফর্মড চার্চ এবং চার্চ ইন ওয়েল্‌স অন্তর্ভুক্ত, যে পরিচালন নথিপত্র অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে তা সংবিধিবদ্ধ আইন দ্বারা সুনির্দিষ্ট হতে পারে।

যদি আপনার মনে হয় অনুমোদিত পরিচালন নথিপত্র আপনার চাহিদা পূরণে অক্ষম, সেক্ষেত্রে প্রথমত আপনার সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকদের সাথে যোগাযোগ করুন। তারাই আপনাকে পরিবর্তনের অথবা অন্য নথি ব্যবহারের ব্যাপারে পরামর্শ দেবেন।

গ. পরিচালন ভূমিকা

ট্রাষ্টিরা ছাড়াও অনেকেই অনেক সময় কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সম্পৃক্ত হন। ধর্মীয় দাতব্য প্রতিষ্ঠানে এদের মধ্যে রয়েছেন বেতনভোগী কর্মচারী, ধর্মগুরু, স্বেচ্ছাসেবক এবং সদস্যমন্ডলী। প্রত্যেকটি গ্রম্নপ ও ব্যক্তির নিজস্ব কাজ সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সর্বাধিক দায়বদ্ধতা এবং কর্তৃত্ব ট্রাষ্টিরা ধারণ করেন।

এই অংশে দাতব্য প্রতিষ্ঠানের প্রশাসকগণ, 'নিয়ন্ত্রক' ট্রাষ্টি, সদস্যমন্ডলীদের কার্যপন্থা এবং ধর্মগুরুদের ক্ষমতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হবে।

গ১. আমাদের ট্রাষ্টিবৃন্দ কারা?

ট্রাষ্টিবৃন্দ হলেন এমন ব্যক্তিবর্গ যারা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য দায়বদ্ধ এবং যারা এর পরিচালনা পর্ষদের কাজ সম্পাদন করে থাকেন। তারা কারা এই তথ্য সাধারণত ঐ দাতব্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালন নথিপত্রে লিপিবদ্ধ থাকে। দাতব্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালন নথিপত্রে ট্রাষ্টিবৃন্দ কমিটির সদস্য, ব্যবস্থাপনা ট্রাষ্টিবৃন্দ, নিয়ন্ত্রক অথবা পরিচালক বা এরূপ অন্য নামে আখ্যায়িত হতে পারেন। সব দাতব্য প্রতিষ্ঠানেরই সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত ট্রাষ্টিমণ্ডলী থাকা উচিত। অধিকাংশ পরিচালন নথিপত্রে লিপিবদ্ধ থাকে কী ভাবে ট্রাষ্টি পরিষদ গঠন করা উচিৎ। কে ট্রাষ্টি আর কে ট্রাষ্টি নন সে ব্যাপারে স্পষ্টতা থাকা অত্যন্ত জরুরী।

কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সচ্ছলতা, সুষ্ঠু পরিচালনা এবং যেসব লক্ষ্যে এর সৃষ্টি তা অর্জন নিশ্চিত করার এবং এর পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে চূড়ান্ত দায়িত্ব এর ট্রাষ্টিদের। ট্রাষ্টিদের মূল দায়িত্বসমূহ ঘ৩ অংশে সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে।

গ২. আমাদের পরিচালন নথিপত্রে নিয়ন্ত্রক ট্রাষ্টি (Holding Trustee) -এর উল্লেখ রয়েছে। তাদের ভূমিকা কী?

অন্যান্য দাতব্য সংস্থার মতই, ধর্মবিশ্বাস ভিত্তিক অনেক সংগঠনে নিয়ন্ত্রক বা তত্ত্বাবধায়ক ট্রাষ্টি রয়েছে, পরিচালন নথিপত্রে যাদের প্রায়শই "প্রপার্টিজ ট্রাষ্টি" নামে অভিহিত করা হয়। নিয়ন্ত্রক বা তত্ত্বাবধায়ক ট্রাষ্টির কাজ দাতব্য সংস্থার উপাসনাস্থলে এবং অন্যান্য বিষয়-সম্পত্তিতে পদবী বজায় রাখার মধ্যে সীমিত। এই ভূমিকার জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ প্রায়শই ওই কমিউনিটির জ্যেষ্ঠ সদস্যগণ হয়ে থাকেন যে কমিউনিটির জন্য দাতব্য সংস্থাটি কাজ করে।

সমস্যা দেখা দেয় তখনই যখন নিয়ন্ত্রক ট্রাষ্টির ভূমিকা নিয়ে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। এটা স্বীকার করা জরুরী যে নিয়ন্ত্রক বা তত্ত্বাবধায়ক ট্রাষ্টিরা দাতব্য সংস্থার ট্রাষ্টি নন এবং সাধারণভাবে অবশ্যই তাদেরকে দাতব্য সংস্থার ট্রাষ্টিদের বৈধ নির্দেশমালা পালন করতে হয়।

গ৩. যেসব বিষয়ে ধর্মগুরম্নরা যুক্ত সেখানে কি বিশেষ কোন প্রশাসনিক বিবেচনা আছে?

ধর্মবিশ্বাস-ভিত্তিক দাতব্য প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিতদের ক্ষেত্রে উঠতে পারে শাসন সংক্রান্ত এমন সুনির্দিষ্ট বিষয়গুলোর একটি হল এই যে ধর্মীয় নেতারা কতটা কার্যকরীভাবে দাতব্য প্রতিষ্ঠানে তাদের ভূমিকা পালন করতে পারেন, যা একই সাথে ফলপ্রসু এবং ট্রাষ্টি বা কর্মচারী হিসেবে তাদের বৃহত্তর ভূমিকার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, এবং অপর ট্রাষ্টিবৃন্দ, সহকর্মী ও সদস্যবৃন্দের শাসন-ভূমিকার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

ধর্মগুরম্ন এবং ট্রাষ্টির পদ:

কখনো কখনো ধর্মগুরম্নরা ট্রাষ্টির দায়িত্ব পালন করেন। আধ্যাত্মিক ব্যাপারে দিকনির্দেশনার জন্য আধ্যাত্মিক কর্তৃত্বসম্পন্ন ট্রাষ্টিদের কথা ভাবাটা ট্রাস্টি গ্রুপের জন্য বৈধ। এছাড়া, পরিচালন নথিপত্রে অন্যরকম বলা না থাকলে, অন্যান্য ট্রাষ্টিদের ন্যায় ধর্মগুরম্ন ট্রাষ্টিদেরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় একই মাত্রার সম্পৃক্ততা ও অংশগ্রহণ থাকা উচিত। সব ট্রাষ্টিদের একযোগে কাজ করার মধ্য দিয়ে দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

ট্রাষ্টি হিসেবেও কর্মরত রয়েছেন এমন ধর্মগুরম্নদের বেতন, সুবিধাসমূহ বা নিয়োগপ্রক্রিয়া অবশ্যই পরিচালন নথিপত্রে বা কোন আইনগত ক্ষমতার মাধ্যমে অনুমোদিত হতে হবে। অন্যথায় সেগুলোর জন্য চ্যারিটি কমিশনের অনুমোদন দরকার হবে।

ট্রাষ্টিদের *বেতন বিষয়ে* **বিস্তারিত তথ্যের** *জন্য অনুগ্রহ করে আমাদের প্রকাশনা ট্রাস্টি এক্সপেন্সেস এন্ড পেমন্টেস (Trustee expenses and payments (CC11)) বা আমাদের স্বার্থগত সংঘাত বিষয়ে ট্রাষ্টিদের নির্দেশিকা (guide to trustees on conflicts of interest) দেখুন। আমাদের ওয়েবসাইটে এর দু'টোই পাওয়া যাবে।*

অফিস নিয়ন্ত্রক ট্রাস্টিবৃন্দ

জ্যেষ্ঠ ধর্মগুরম্নরাসহ, যারা ট্রাস্টি হিসেবে কাজ করছেন, তাদেরকে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে তারা ট্রাস্টি হিসেবে তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সময়টুকু ব্যয় করতে সক্ষম। কখনো কখনো ট্রাস্টি হিসেবে তাদের সংশ্লিষ্টতা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের কাজের জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়বে, কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে ট্রাস্টি হিসেবে গুরুভার পালনের মাধ্যমে নয় বরং ভিন্ন উপায়ে তাদের সম্পৃক্ততা থেকে সুবিধা পাওয়া যেতে পারে।

ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্বপালনকালে ভূমিকা স্পষ্টকরণে পরিচালন নথিপত্রের ব্যবহার

ইভানজেলিক্যাল অ্যালায়েন্স (Evangelical Alliance) হতে উদ্ধৃত কেস স্টাডি

দ্য ইভানজেলিক্যাল অ্যালায়েন্স (The Evangelical Alliance), আফ্রিকান অ্যান্ড ক্যারিবিয়ান ইভানজেলিক্যাল অ্যালায়েন্স (African and Caribbean Evangelical Alliance), অ্যান্থনি কলিন্স (Anthony Collins) (আইনজীবী), স্টুয়ার্ডশিপ (Stewardship) এবং চ্যারিটি কমিশন একযোগে কাজ করে স্বতন্ত্র চার্চগুলোর জন্য পরিচালন নথিপত্র এবং সংশ্লিষ্ট নির্দেশমালার তিনটি মডেল দিয়েছেন। এই নথিগুলো চার বছরের কাজের চূড়ান্তফল। কাজটির প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল নতুন স্বাধীন চার্চসমূহের শাসনব্যবস্থা ও জবাবদিহিতা সুসংহত করা। চ্যারিটি কমিশনের অংশীদারিত্বে চারটি সংগঠন পরিচালন নথিপত্রের মডেল প্রণয়ন করে।

একটি সংশোধিত মডেল ট্রাস্ট দলিল ভোটাধিকারবিহীন সদস্যপদ বিশিষ্ট স্বাধীন চার্চসমূহকে তাদের দাতব্য সংস্থা পরিচালনায় সহায়তার জন্য আইনগত কাঠামো প্রদান করে। একটি মডেল গঠনতন্ত্রও রয়েছে যা এমন পরিস্থিতির উপযোগী করে তৈরী করা হয়েছে যেখানে চার্চের অধিকাংশ সদস্য এর পরিচালনা ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত, এবং এর সাথে যুক্ত হয় একটি মডেল মেমোরেন্ডাম অ্যান্ড আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন (Model Memorandum and Articles of Association) যা প্রণীত হয়েছে ঐ পরিস্থিতির জন্য যেখানে একটি কর্পোরেট কাঠামোকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। অধিকতর সহায়তা প্রদানের জন্য নির্দেশক নথিপত্র তৈরী করা হয়।

মডেল পরিচালন নথিপত্রসমূহ প্রাথমিকভাবে নতুন, স্বতন্ত্র চার্চগুলোর উপযোগী করে প্রণয়ন করা হয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে চার্চের দাতব্য ট্রাস্টি হিসেবে নেতৃত্ব দেওয়ার যথাযথ দায়িত্ব বেতনভোগী চার্চ নেতারা যাতে পালন করতে পারেন তা নিয়ন্ত্রণের উপায়, সম্ভাব্য যে কোন স্বার্থ-সংঘাত মিটানোর ব্যবস্থাপনা এবং চার্চসমূহকে তাদের দাতব্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সহায়তার জন্য আইনগত কাঠামো প্রদান করা হয়েছে। মূল লক্ষ্য হচ্ছে স্বার্থের যে কোন সম্ভাব্য সংঘাত মিটানো, ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের মধ্যকার পার্থক্য পরিস্কারভাবে তুলে ধরা এবং এটা নিশ্চিত করা যে চার্চের আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব প্রদানকারী ব্যক্তিবর্গ যেন দাতব্য পরিচালনায়ও যথাযথ দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন।

প্রতিটি মডেল পরিচালন নথিপত্রে এমন একটি অনুচ্ছেদ রয়েছে যেখানে এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে চার্চের অভ্যন্তরে আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব প্রদানের কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব কেবল স্বীকৃত আধ্যাত্মিক নেতাদেরই, তবে এতে একথাও স্বীকার করা হয়েছে ট্রাস্টিবৃন্দ এবং আধ্যাত্মিক নেতৃত্বকে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করতে হবে। আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব ট্রাস্টিদের এমন কিছু করতে বাধ্য করবেননা যা পরিচালন নথিপত্র অথবা সাধারণ আইনের পরিপন্থী। ট্রাস্টিদেরকে অবশ্যই চার্চের আধ্যাত্মিক নির্দেশনা এবং আধ্যাত্মিক নেতাদের মতামতের কথা মনে রাখতে হবে। আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের জন্য সদস্য নিয়োগের প্রক্রিয়া স্পষ্টভাবে নথিভুক্ত করতে হবে, যেমন তা করতে হবে সদস্যপদে সবরকম পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও।

ইভানজেলিক্যাল অ্যালায়েন্স এর অর্থ ও কার্যক্রম বিষয়ক নির্বাহী পরিচালক হেলেন কল্ডার (Helen Calder) বলেন, "আমি আনন্দিত যে প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হয়েছে এবং তিনটি নথির সবক'টি এবং এ সম্পর্কিত নির্দেশাবলী চার্চসমূহের জন্য অ্যালায়েন্স এর ওয়েবসাইটে (www.eauk.org/model) এখন পাওয়া যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট চারটি প্রতিষ্ঠান চ্যারিটি কমিশনের সাথে সুষ্ঠুভাবে একত্রে কাজ করতে পেরে তাদের আনন্দ প্রকাশ করছে।"

ধর্মগুরুবৃন্দ এবং নিয়োগ

ধর্মগুরুরা যেখানে দাতব্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়োজিত হয়ে থাকেন সেখানে *ট্রাস্টিবৃন্দ*কে অবশ্যই প্রতিষ্ঠান ও বেতনভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক এবং কর্মচারীর দায়িত্বের পরিধি সম্বন্ধে পরিস্কার ধারণা রাখতে হবে। *ট্রাস্টিবৃন্দ*কে এই মর্মে সতর্ক থাকতে হবে যেন নিয়োগবিধিমালা ধর্মগুরুদের ক্ষেত্রে একইভাবে প্রযোজ্য হয় যেমনটি অন্যান্য কর্মচারীর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

ধর্মগুরুদের জন্য আবাসিক সুবিধা

ধর্মীয় দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ যেসব উপায়ে তাদের লক্ষ্য অর্জন করে থাকে তার অংশ হিসেবে প্রায়ই উপাসনাস্থল বা নিকটবর্তী স্থানে ধর্মগুরুদের জন্য বিনামূল্যে আবাসিক সুবিধার ব্যবস্থা রাখা হয়। এই আবাসন ব্যবস্থা যদি প্রয়োজনের সাথে সংগতিপূর্ণ হয় তবে তা সম্পূর্ণ বৈধ।

একটি হিন্দু মন্দির স্থাপন এবং যুক্তরাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাসরত বিভিন্ন দেশ থেকে আসা হিন্দুদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৯৭৬ সালে **লন্ডন শ্রী মুরুগান মন্দির প্রতিষ্ঠিত** হয় এবং একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধিত হয়।

মন্দিরটি লন্ডনের নিউহ্যাম বারার ম্যানর পার্কে অবস্থিত। ১৯৮৪ সালে এটির নির্মাণ কাজ ও পরিশুদ্ধি সম্পন্ন হয় এবং এরপর থেকে এটি উপাসনালয় হিসেবে এবং হিন্দুধর্ম ও ঐতিহ্য পালনের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য সেবা দিয়ে আসছে। মন্দিরটি বছরের ৩৬৫ দিনের প্রতিদিনই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খোলা থাকে। ধর্মীয় সেবাসমূহের বাইরে এই দাতব্য প্রতিষ্ঠানটি জনগণের মধ্যে ধর্মীয় প্রকাশনা বিতরণ, হিন্দু ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক ক্লাসের আয়োজন করে থাকে, যার মধ্যে রয়েছে- ধর্মগ্রন্থ ও যোগ শাস্ত্র বিষয়ক ক্লাস। প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে একটি সম্মিলনস্থল হিসেবেও এটি ভূমিকা রাখে আর আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করে।

এই দাতব্য প্রতিষ্ঠানে ৯ জন পুরোহিত রয়েছেন যাদের মধ্যে ৮ জনকে মন্দিরে বিনামূল্যে আবাসিক সুবিধা প্রদান করা হয়। পুরোহিতদের নিয়োগের সময় নিয়োগের শর্তাবলীর অংশ হিসেবে এই সুবিধা দেয়া হয়। যেকোন সময় অন্তত একজন পুরোহিত উপস্থিত থাকেন যাতে করে প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টায় তারা মানুষের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে সেবা প্রদান করতে পারেন। এই সেবার বিপরীতে প্রাপ্ত দানের অর্থ সরাসরি দাতব্য প্রতিষ্ঠানে জমা হয়। পুরোহিতদের কোন ভাবে কোন প্রকার পারিশ্রমিক প্রদান করা হয় না।
দাতব্য প্রতিষ্ঠানটি বলে "পুরোহিতরা সাধারণত মন্দিরে বা খুব কাছাকাছি অবস্থান করেন। এর কারণ হচ্ছে- যদিও মন্দির রাতে এবং দিনের কিছু সময় বন্ধ থাকে তবু পুরোহিতগণকে সার্বক্ষণিকভাবে আহবান করা হতে পারে বলে ধরে নেয়া হয়।" এছাড়া সকাল ৮টায় আনুষ্ঠানিকভাবে মন্দির খোলার আগেই খুব ভোরবেলা থেকে পুরোহিতরা তাদের দৈনিক ধর্মীয় কর্তব্য পালনের জন্য মন্দিরে অবস্থান করার কথা; একই ভাবে দিনের শেষে যখন সর্বসাধারণের জন্য মন্দির বন্ধ হয়ে যায় তারপরও তাদেরকে কিছু করণীয় সম্পন্ন করতে হয়।

বছরের কতগুলো বিশেষ সময়ে মন্দির ভোর ৫টায় খোলা হয়, আর পুরোহিতদেরকে তাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম এর আগেই সম্পন্ন করতে হয়।"

গ৪. ধর্মগুরুদের ব্যক্তিগত সুবিধাদি প্রদানের নিয়মাবলী কী কী ?

ধর্মগুরুদেরকে প্রদত্ত যে কোন সুবিধা অবশ্যই যুক্তিসংগত কারণে হতে হবে এবং ট্রাস্টিবৃন্দকে এই মর্মে সন্তুষ্ট হতে হবে যে দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু প্রশাসনিক কার্যক্রমের জন্য তাদের প্রয়োজন রয়েছে। উপরের ন্যায়, আলোচ্য ধর্মগুরু নিজেই যদি ট্রাস্টি হয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে চ্যারিটি কমিশনের কর্তৃত্ব দরকার হতে পারে।

আলোচ্য ব্যক্তি একজন ট্রাস্টি হন বা না হন, ধর্মগুরুদেরকে দেওয়া সুবিধা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী হওয়ার যে কোন ঘটনা আমরা যাচাই করবো। সুবিধাসমূহ পরিমিত মাত্রায় হতে হলে এগুলোকে অবশ্যই দাতব্য প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য সম্পাদন প্রক্রিয়ার আবশ্যিক অংশ হতে হবে, অথবা লক্ষ্য সম্পাদনের আবশ্যিক পরিণতি হিসেবে প্রাপ্ত হতে হবে এবং প্রদত্ত সুবিধার মাত্রা হবে যুক্তিযুক্ত।

যদি কোন সংগঠনের উদ্দেশ্য হয় কোন ধর্মের নেতা বা নেতাদের সম্পদ বৃদ্ধি করা, সেক্ষেত্রে তা দাতব্য প্রতিষ্ঠান নয়।

স্বাভাবিক হোক বা না হোক, ধর্মগুরুদেরকে দেওয়া ব্যক্তিগত সুবিধাদির মাত্রা অনুযায়ী প্রকারভেদের উদাহরণসমূহ হচ্ছে:

- জীবনধারণ, বাসস্থান ও জীবনযাপনের অন্যান্য খরচ;
- তাদের সেবার বিনিময়ে প্রদত্ত অর্থ;
- ধর্মগুরুর ব্যক্তিগত বা তার পদের সম্মান বৃদ্ধিকল্পে প্রদত্ত অর্থ;
- ধর্মগুরুর স্বার্থ রয়েছে এমন ভিডিও, বই ও টেপ এর মতো পণ্য বিক্রী হতে বাড়তি আয়; অথবা
- এগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইন্টেলেচুয়াল প্রপার্টি রাইটস-এর মূল্যমান বৃদ্ধি বা ধর্মগুরুকে প্রদত্ত অন্যান্য ব্যক্তিগত উপহার।

অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা ধরে নিতে পারি যে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদেরকে দেওয়া সুবিধাদি স্বাভাবিক মাত্রা অতিক্রম করেছে।

যেসব দাতব্য প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যের মধ্যে ধর্মপ্রচার অন্তর্ভুক্ত সেসব প্রতিষ্ঠানে যে প্রকার অস্বাভাবিক ব্যক্তিগত সুবিধা পাওয়া যেতে পারে তার উদাহরণ নিম্নরূপ:

- ধর্মগুরু বা কখনো তার পরিবারের মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় মেটানো, যার মধ্যে রয়েছে:
    - অত্যন্ত উচ্চ বেতন;
    - (প্রয়োজনের চেয়ে অধিক) আবাসিক সুবিধা;
    - ভ্রমণ (যানবাহন সহকারে);
    - স্বেচ্ছাভিত্তিক পদোন্নতি ও ক্ষমতাসহ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার (এবং সম্ভব হলে তার পরিবারের) পদমর্যাদার উত্তরণ;

- ধর্মীয় সম্প্রদায়সমূহ, উদাহরণস্বরূপ, যেখানে বিনামূল্যে আবাসন ব্যবস্থার বাইরেও অত্যন্ত উচ্চ হারে বেতন প্রদান করা হয় এবং কখনো কখনো বেতনভিত্তিক অতিরিক্ত নিয়োগও দেওয়া হয়;
- জনসাধারণের প্রবেশাধিকার নেই এমন ব্যক্তিগত উপাসনালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ;
- ব্যক্তিগত গণপ্রার্থনার আয়োজন (পরিস্থিতি বিশেষে) বা নির্দিষ্ট সমাধি সংরক্ষণ।

গ৫. আমাদের সদস্যবৃন্দের কী ভূমিকা পালন করা উচিত?

ধর্মবিশ্বাস-ভিত্তিক অনেক দাতব্য প্রতিষ্ঠানে সদস্য পরিচালনা মডেল রয়েছে, যার মাধ্যমে একই মতবাদে বিশ্বাসী বা একই রকম বিষয়ে আগ্রহী বা উৎসাহী ব্যক্তিরা একতাবদ্ধ হয়। কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত উপাসকবৃন্দ বা সদস্যবর্গ যখন ঐ প্রতিষ্ঠানের জন্য বিষয়সূচি বা লক্ষ্য নির্ধারণে তৎপর থাকে, তখন ট্রাস্টি বডি বা ট্রাস্টি পরিষদ পুনর্গঠনের সুযোগ তৈরী হয় আর এতে করে দাতব্য প্রতিষ্ঠানটির জবাবদিহিতার মানোন্নয়ন সম্ভব হয়। কার্যকরীভাবে চলতে পারা সদস্য-ভিত্তিক দাতব্য প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিদেরকে তাদের স্থানীয় কমিউনিটির সঙ্গে আরো বেশী সম্পৃক্তও করে তোলে।

সদস্য বলতে বুঝায় একজন ব্যক্তি বা সংগঠন যিনি বা যারা দাতব্য প্রতিষ্ঠানটির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। দাতব্য প্রতিষ্ঠানটির পরিচালন নথিসমূহে সাধারণত বলা থাকে কারা এতে যোগ দিতে পারবে এবং সদস্যদের অধিকার ও কর্তব্যসমূহ কী হবে।

গ৬. আমাদের দাতব্য প্রতিষ্ঠানে কী ভাবে আমরা মতবিরোধ ও দ্বন্দ্ব এড়াতে পারবো?

সদস্য-ভিত্তিক দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যদিও অল্পসংখ্যকই বিবাদের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে, সমস্যার পরিধি অনেক ব্যাপক, কারণ জড়িত লোকজনের সংখ্যা অনুযায়ী পরিচালন ব্যবস্থা বিন্যস্ত করাটা অনেক বেশী জটিল হয়ে পড়তে পারে। সংঘাতের ঝুঁকি হ্রাসকল্পে:

ট্রাস্টিদের করণীয়ঃ

- নির্বাচনসমূহ অনুষ্ঠানের আয়োজন কী ভাবে করতে হবে এবং ট্রাস্টিদের নিয়োগের সঠিক পদ্ধতির ব্যাপারে পরিচালন নথিসমূহে কী কী বলা আছে তা সতর্কভাবে যাচাই করে দেখা।
- ট্রাস্টি বডি বা ট্রাস্টি পরিষদে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব রাখার ব্যবস্থাসমূহ পরিচালন নথিসমূহে রয়েছে কি না এবং সেগুলো ঠিকমত অনুসরণ করা হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করা।
- সদস্যদের তালিকা এবং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) চাঁদা প্রদানের তথ্য হালনাগাদ রাখা।
- সদস্যদের ভূমিকা এবং তাদের প্রতি ট্রাস্টিদের আইনগত দায়িত্ব সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন থাকা। পরিচালন নথিসমূহে সদস্যদের ভূমিকা এবং দায়িত্ব লিপিবদ্ধ থাকলে তা কাজে লাগতে পারে, যেমন, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রদেয় চাঁদার পরিমাণ, সদস্যপদের জন্য লোকে কী ভাবে আবেদন করবে এবং সদস্য হিসেবে গ্রহণ করার মাপকাঠি কী হবে, সদস্যদের ভোটাধিকার থাকবে কিনা, এবং সদস্যপদ বাতিল কী ভাবে হবে।
- মধ্যস্থতার সম্ভাব্য উপকারিতা সম্পর্কে সজাগ থাকা এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে বিরোধ মেটাতে উপযুক্ত হাতিয়ার হিসেবে এর ব্যবহার করা যায় কি না প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তা বিবেচনা করা।

সদস্যদের করণীয়ঃ

- সদস্যপদের ভূমিকা কী কী, এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অধিকার ও দায়িত্বসমূহ কী - এসব ব্যাপারে দাতব্য সংস্থা স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করে কি না তা নিশ্চিত করা।
- যে দাতব্য সংস্থার তারা সদস্য, তারই স্বার্থে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করা।
- দাতব্য সংস্থার বিধিবিধানের আওতায় এবং নিরপেক্ষভাবে নেওয়া সিদ্ধান্তসমূহ মেনে চলা।

আমরা কেবল তখনই জড়িত হবো যখন বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বিদ্যমান সকল পদ্ধতি পরখ করা হয়েছে আর সেগুলো অকার্যকর প্রমাণিত হয়েছে, এবং যখন কোন বৈধভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ট্রাস্টিও নেই।

দ্বন্দ্ব নিরসন

উপাসনাস্থলের অবস্থান পরিবর্তনের জন্য এক প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে একটি শিখ গুরদুয়ারের সদস্যদের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি হয়। নিজেদের অন্তর্বর্তী কমিটি হিসেবে দাবী করে একটি গ্রুপ ভবনের নিয়ন্ত্রণ নেয়। দাতব্য প্রতিষ্ঠানটির ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বিরোধ সম্পর্কে অবগত হয়ে ঐ প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব স্থগিত করে দেয়। একের পর এক বিল জমা হতে থাকে পরিশোধের কোন উপায় ছাড়াই। বিরোধের সন্তোষজনক নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ব্যাংক কর্তৃপক্ষ নিজ অবস্থান থেকে সরে আসতে অস্বীকার করে। কমিশন মূল ট্রাস্টিবৃন্দ এবং 'অন্তর্বর্তী কমিটি'র মধ্যে এক যৌথ বৈঠকের আয়োজন করে যার মাধ্যমে প্রত্যাশা ও প্রস্তাব উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে বিষয়টি অগ্রসর হবে। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধানে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে উভয় পক্ষের মধ্যে মতৈক্য অর্জিত হয়। নির্বাচনের পর কমিশন ব্যাংকের জন্য এটা নিশ্চিত করতে সম্মত হয় যে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং বৈধভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ট্রাস্টিবৃন্দ পদে বহাল রয়েছেন। নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়সূচীর ব্যাপারে নির্বাচন তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে উভয় পক্ষের মতৈক্য হয়। গোলযোগমুক্ত একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং উভয় পক্ষ এর ফলাফল মেনে নেয়।

সদস্যভিত্তিক দাতব্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনা সম্পর্কিত **বিস্তারিত তথ্য** *আপনি পেতে পারেন আমাদের গবেষণা প্রতিবেদন সদস্যভিত্তিক দাতব্য প্রতিষ্ঠান (Membership Charities) (RS7)-তে এবং বিবাদ নিরসন বিষয়ে পাবেন আমাদের 'আপনার দাতব্য প্রতিষ্ঠানে সংঘাতঃ করণীয় বিষয়ে চ্যারিটি কমিশনের বক্তব্য' (Conflicts in your Charity: a statement of approach by the Charity Commission)' শীর্ষক প্রতিবেদনে। এগুলো আমাদের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।*

ঘ. প্রাসঙ্গিক সারসংক্ষেপসমূহ

নিম্নলিখিত সারসংক্ষেপসমূহে ধর্মবিশ্বাসভিত্তিক দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্ভাব্য সম্পর্কযুক্ত আইনগত ও সু-অনুশীলন কাঠামোর মূল দিকসমূহ তুলে ধরে। প্রতিটি বিভাগে কমিশনের বিস্তারিত নির্দেশনার ইঙ্গিত রয়েছে।

ঘ১. পরিচালন নথিসমূহে পরিবর্তন

একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান যখন গঠিত হয়, এর পরিচালন নথিসমূহে এর উদ্দেশ্য এবং এটি কী ভাবে কাজ করবে তার নিয়মাবলী তুলে ধরা হয়। প্রতিষ্ঠাতারা এটা নিশ্চিত করতে চান যে পরিচালন গঠনতন্ত্রটি ভবিষ্যতে যতদূর সম্ভব দাতব্য প্রতিষ্ঠানটির জন্য উত্তমরূপে এর সেবামূলক ভূমিকা পালন করবে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অনুকূল সুযোগ প্রদান করবে। তবে সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে এটা স্বাভাবিক যে নতুন নতুন প্রয়োজন এবং পূর্বে ঘটেনি এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। আর এসব পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য পরিচালন নথিসমূহ হালনাগাদ করার প্রয়োজন হতে পারে।

আমরা কি আমাদের পরিচালন নথিসমূহ পরিবর্তন করতে পারি?

দাতব্য প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য যদি আর অর্জিত না হয় অথবা যদি অন্য কোন পরিবর্তন দরকার হয়ে পড়ে তবে পরিচালন নথিসমূহে পরিবর্তনের প্রস্তাব করা ট্রাস্টিদের কর্তব্য। এটা দাতব্য প্রতিষ্ঠানটির চলমান কার্যকারিতা নিশ্চিত করবে। বিভিন্ন ধরণের দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিবিধ আইন ও বিধিমালার আওতায় পরিচালন গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন করা হয়ে থাকে। এই বিষয়ে আপনাকে আমাদের পরিপূর্ণ নির্দেশমালা দেখার প্রয়োজন হতে পারে এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানের পেশাদার পরামর্শকদের নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতে হতে পারে।

পরিচালন গঠনতন্ত্রের পর্যালোচনা

এজওয়্যার অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট রিফর্ম সিনাগগ (Edgware & District Reform Synagogue) এর কেস স্টাডি। ১৯৩৫ সালে সিনাগগটি স্থাপিত হয়, এর সদস্যদের মধ্যে রয়েছে আনুমানিক ২০০০ পরিবার, আর এটি প্রায় ৪০০০ লোকের দেখাশোনা করে থাকে। সিনাগগটি কেবলমাত্র ধর্মীয় সেবাই প্রদান করে না, এটি ২ সপ্তাহ হতে ৮০ বছরের ঊর্ধ্ব বয়সীদের জন্য আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যাবলীর আয়োজন করে থাকে।

সিনাগগ-এর পরিচালন নথিসমূহকে বলা হয় দি ল'জ বা বিধানাবলী (The Laws)। সিনাগগ-এর বিধানাবলী সর্বপ্রথম ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে গৃহীত হয়, এবং পরে বেশ কয়েকবার এতে পরিবর্তন আনা হয়, যার মধ্যে সাম্প্রতিকতম পরিবর্তনটি ঘটে ২০০৭ সালের এপ্রিল মাসে। এই পরিবর্তনগুলোর অধিকাংশই ঘটে প্রতি ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্র করে। অবশ্য ২০০৮ সালে কাউন্সিল (সিনাগগ-এর ট্রাস্টি পরিষদ) অনুভব করে যে আরো কিছু বিশেষ ব্যাপারে ব্যাখ্যা প্রয়োজন, আবার একই সাথে বেশ কিছু সংখ্যক মুদ্রণজনিত ও পরিভাষাগত বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া দরকার, যাতে করে এর শব্দবিন্যাস ও বাক্যরীতিকে হালনাগাদ করা যায়।

এ ব্যাপারে খোঁজ-খবর করার এবং ২০০৯ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য বিধানাবলীর একটি সংশোধনী প্রস্তুত করার লক্ষ্যে পরিষদ এক বিশেষ কমিটি নিয়োগ করে। এর মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক সংশোধনী আনা হয় যার বেশীর ভাগই আলঙ্কারিক এবং যা কোনভাবেই সিনাগগ পরিচালনা পদ্ধতিতে ব্যাঘাত ঘটায় না, বরং বাক্যরীতিকে যুগোপযোগী করে তোলে। অল্প কিছু ক্ষেত্রে সংশোধনীর ফলে সিনাগগ পরিচালনায় উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়েছিল, যেমন

মূলধন ও রাজস্ব ব্যয়সীমার পরিবর্তন, এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM) আয়োজনের বাধ্যতামূলক মেয়াদ স্থিরকরণ।

কমিশনের সম্মতি সাপেক্ষে সদস্যগণ সকল পরিবর্তনের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন। সকল সংশোধনী খসড়া তৈরীর সময়ই গ্রহণযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়, আর কেবল একটি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কমিশনের পূর্বানুমতি দরকার হয়। দাতব্য প্রতিষ্ঠান থেকে প্রস্তাবটির প্রত্যায়নকৃত অনুলিপি ও সংশোধিত গঠনতন্ত্র প্রেরণ করা হয়েছে যেন এর নিবন্ধনভূক্তি হালনাগাদ করা যায়। দাতব্য প্রতিষ্ঠানটি বলে, "আইনগত পরিবর্তনসমূহ নিরীক্ষার জন্য গঠিত কার্যকরী দল চার দফা মিলিত হয়। প্রতিটি আইন, অনুচ্ছেদ ও লাইন কী অর্থ বহন করতো তা দেখা আর আজকের দিনের উপযোগী করে পরিবর্তন করতে গিয়ে এগুলো যাচাই করতে পারা এক উপভোগ্য কাজ ছিল। একটি হালনাগাদ গঠনতন্ত্র নিয়ে কাজ করার সবচেয়ে সুস্পষ্ট লাভ হল এই যে সকল ট্রাস্টিবৃন্দ একটা কর্মযজ্ঞে জড়িত হলেন এবং তারা গঠনতন্ত্রটি সম্পূর্ণরূপে পাঠের সুযোগ পেলেন, যা তাদেরকে দাতব্য প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়।"

আপনার পরিচালন নথিসমূহ পরিবর্তনের ব্যাপারে আপনি **আরো তথ্য** *জানতে পারবেন আমাদের প্রকাশনা আপনার পরিচালন নথিসমূহ পরিবর্তন (Changing your charity's governing document* ***(CC36))*** *এর মাধ্যমে।*

ঘ২. নতুন ট্রাস্টিদের সন্ধান

এক বা একাধিক নতুন ট্রাস্টি নির্বাচন বা নিয়োগ এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানে তাদের তৎপরবর্তী উত্তরণ ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠানটি কতটা ভালোভাবে চলবে তাকে প্রভাবিত করে। সবকাজ সুচারূভাবে হয়ে থাকলে তা একটি সুষম ও কার্যকরী ট্রাস্টি পরিষদ এবং একটি সুপরিচালিত কর্মক্ষম দাতব্য প্রতিষ্ঠান গঠনে সহায়তা করে। তবে এই প্রক্রিয়াসমূহ যেখানে দুর্বল, দাতব্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় ট্রাস্টি পরিষদের সক্ষমতা সেখানে হ্রাস পেতে পারে, আর সবচেয়ে খারাপ অবস্থায়, এর ফলে দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও এর সুবিধাভোগীদের জন্য বড় ধরনের সমস্যা তৈরী হতে পারে।

নিয়োগ প্রক্রিয়া - ঘটনাবলীর আদর্শ অনুক্রম

১. ট্রাস্টি পরিষদের কী কী দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান থাকা প্রয়োজন তা নির্ণয় করুন

২. ব্যক্তির বৈশিষ্টাবলী লিখুন

৩. ট্রাস্টিরা যদি নিয়োগকর্তা হন, তাহলে বিজ্ঞাপন ও সাক্ষাতকারের বিষয়টি বিবেচনা করুন। যদি ট্রাস্টিদের নির্বাচন করতে হয়, তাহলে সদস্যবর্গ/নিয়মিত উপাসকবৃন্দ অথবা নিয়োগকারী অন্য কোন কর্তৃপক্ষকে দক্ষতা/অভিজ্ঞতার ফাঁক-ফোঁকরসমূহ জানানোর বিষয়টি বিবেচনা করুন। নিশ্চিত করুন নির্বাচন যেন প্রশাসনিক নথিপত্র অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়।

৪. পছন্দনীয় বা নির্বাচিত প্রার্থীকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করার প্রস্তুতি নিন।

সম্ভাবনাময় ট্রাস্টিকে আমরা কী ভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করবো?

L

- **ট্রাস্টিরা** যাচাই করে দেখেন যে প্রার্থীরা ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে অযোগ্য বিবেচিত হন নাই, এবং প্রার্থীদের এই মর্মে লিখিত নিশ্চয়তা প্রদান করতে বলা হয়।
- প্রার্থীদেরকে বিদ্যমান বা সম্ভাব্য যে কোন স্বাথগত সংঘাত বিবেচনা বা ঘোষণা করতে বলা হয়।
- ধর্মবিশ্বাস ভিত্তিক অনেক দাতব্য প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের জন্য নানাপ্রকার সেবা প্রদান করে থাকে। দাতব্য প্রতিষ্ঠানটি যদি অল্পবয়স্ক বা ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কাজ করে, তাহলে শিশুদের নিয়ে কাজ করছে এমন সকল কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীর জন্য যথাযথ শিশু সুরক্ষা নীতি অবলম্বন ছাড়াও ট্রাস্টিবৃন্দকে ফৌজদারী তথ্য দপ্তর (Criminal Records Bureau) হতে প্রয়োজনীয় গোপন তথ্য চাইতে হয়।
- যাচাই, ঘোষণা ও প্রকাশিত তথ্যের আলোকে **ট্রাস্টিরা** অগ্রসর হন এবং নতুন ট্রাস্টিদের আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়োগদান করেন।

আমরা কী ভাবে নিয়োগদান করে থাকি?

- ট্রাস্টিবৃন্দ দাতব্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালন নথিসমূহ যাচাইয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত করেন তারা নতুন ট্রাস্টিদের সঠিক পদ্ধতিতে নিয়োগদান করছেন কি না।
- দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সভাপতি সম্ভাব্য ট্রাস্টিদেরকে তাদের কর্তব্য এবং প্রতিষ্ঠান তাদের নিকট থেকে কী প্রত্যাশা করে সে বিষয়ে লেখেন; পত্রটি স্বাক্ষরপূর্বক একটি অনুলিপি ফেরত দেওয়ার জন্য তাদেরকে বলা হয়।
- নতুন ট্রাস্টিদের নিকট দাতব্য প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে তথ্য সম্বলিত প্যাকেট পাঠানো হয় এবং একটি পরিপূর্ণ প্রবেশন প্রক্রিয়ার আয়োজন করা হয়। নতুন ট্রাস্টিরা বিদ্যমান ট্রাস্টিদের এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মী, সদস্য, স্বেচ্ছাসেবী ও সুবিধাভোগী ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে মিলিত হন।
- নতুন ট্রাস্টিরা তাদের প্রথম বোর্ড সভায় মিলিত হন এবং তাদের যথাযথভাবে স্বাগত জানানো হয়। সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিবর্গ যেমন তহবিল সরবরাহকারী এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানের আইনজীবি ও নিরীক্ষকগণকে নতুন নিয়োগের ব্যাপারে অবহিত করা হয়।

ধর্মবিশ্বাস-ভিত্তিক দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোর কি লক্ষ্য হবে একটি ব্যাপক ভিত্তিক ট্রাস্টি পরিষদ রাখা?

হ্যাঁ, একটি ক্ষুদ্র ট্রাস্টি পরিষদের তুলনায় বিস্তৃত ট্রাস্টি পরিষদে ব্যাপক পরিসরে দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও প্রতিনিধিত্ব থাকে। আমরা মনে করি যেখানে ট্রাস্টিরা বৃহৎ পরিসরের পটভূমি থেকে নিযুক্ত হন সেক্ষেত্রে দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালন ব্যবস্থা উন্নততর হবে। এর মাধ্যমে আমরা ধর্মভিত্তিক দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর বর্তমানকালের ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধ আরোপ করতে চাই না। আমরা এও চাই না যে তাদের বোর্ড সদস্যগণের নিয়োগপ্রক্রিয়া এমনভাবে অগ্রসর হোক যা প্রতিষ্ঠানটির ধর্মীয় মতবাদের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি করে। ধর্মবিশ্বাসভিত্তিক কিছু দাতব্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বোর্ড সভায় বৈচিত্র্য আনতে গিয়ে সম্প্রদায়ের এমন কিছু অংশ হতে ট্রাস্টি নির্বাচন করা হতে পারে যারা প্রথাগতভাবে দাতব্য সংস্থাসমূহে বড় ধরণের কোন ভূমিকা পালন করেনি, যেমন নারী, অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি।

নতুন ট্রাস্টি নিয়োগের ব্যাপারে **আরো বিস্তারিত** *তথ্য আপনি পেতে পারেন আমাদের প্রকাশনা নতুন ট্রাস্টি সন্ধান: দাতব্য প্রতিষ্ঠানের যা জানা প্রয়োজন (Finding New Trustees: What charities need to know (CC30)) -এ, যা আমাদের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়।*

ঘ৩. ট্রাস্টির দায়িত্বসমূহ

দাতব্য প্রতিষ্ঠানের ট্রাস্টিরা হচ্ছেন প্রতিষ্ঠানটির নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ যারা এর পরিচালনা পরিষদে কাজ করেন। তারা ট্রাস্টি, পরিচালক, বোর্ড সদস্য, গভর্ণর বা কমিটি সদস্য হিসেবে পরিচিত হতে পারেন। সকল ক্ষেত্রে তাদের মূল দায়িত্ব ও নীতিমালা একই রকম।

যে সমস্ত চূড়ান্ত দায়িত্ব ট্রাস্টিবৃন্দের রয়েছে বা তাদেরকে অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হয় তার মধ্যে রয়েছে- দাতব্য সংস্থার বিষয়াবলী পরিচালনা, নিশ্চিত করা যে এটি আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ও সঠিকভাবে পরিচালিত এবং যে উদ্দেশ্যে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা পূরণ হচ্ছে।

দাতব্য প্রতিষ্ঠানের ট্রাস্টিবৃন্দের মূল আইনগত দায়িত্বসমূহ কী কী?

ট্রাস্টিবৃন্দের অবশ্য করণীয়:

- দাতব্য তহবিল ও সম্পদ যৌক্তিকভাবে এবং কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা।
- এটা নিশ্চিত করা যে, দাতব্য প্রতিষ্ঠানটি স্বচ্ছল রয়েছে এবং থাকবে।
- সততার সঙ্গে কাজ করা এবং যেকোন ব্যক্তিগত স্বার্থ-সংঘাত ও প্রতিষ্ঠানের তহবিল বা সম্পদের অপব্যবহার এড়িয়ে চলা।
- দাতব্য প্রতিষ্ঠানটি এর পরিচালন নথিসমূহে বিবৃত বিধি ও নির্দেশমালা যে ভঙ্গ করছে না এবং সেখানে উল্লেখকৃত দাতব্য উদ্দেশ্যের প্রতি একনিষ্ঠ রয়েছে তা নিশ্চিত করা।
- দাতব্য প্রতিষ্ঠানের অনুদান, তহবিল, সম্পদ বা সুনাম অকারণে হুমকির সম্মুখীন হতে পারে এমন কাজকর্মে জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকা।
- দাতব্য প্রতিষ্ঠানের তহবিল বিনিয়োগের সময় বা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা।
- এটা নিশ্চিত করা যে, দাতব্য প্রতিষ্ঠানটি সংশ্লিষ্ট আইন এবং নিয়ন্ত্রক হিসেবে চ্যারিটি কমিশনের নির্দেশমালা মেনে চলছে। বিশেষ করে ট্রাস্টিদেরকে নিশ্চিত করতে হবে যে দাতব্য প্রতিষ্ঠানটি এর সাফল্য, জনহিতৈষী ভূমিকা, বার্ষিক আয় এবং হিসাবের উপর আইনী চাহিদামাফিক প্রতিবেদন তৈরী করে ।
- দাতব্য প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে এমন অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও আইনের (যদি থাকে) আওতায় বিধিমালা মেনে চলা।
- ট্রাস্টি হিসেবে তাদের যুক্তিসঙ্গত সতর্কতা ও দক্ষতা কাজে লাগানো এবং এক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যক্তিগত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে এটা নিশ্চিত করা যে দাতব্য প্রতিষ্ঠানটি সুষ্ঠু ও কার্যকরীভাবে চলছে।

- দাতব্য প্রতিষ্ঠানের যে সকল ব্যাপারে বৈষয়িক ঝুঁকি রয়েছে বা যেখানে ট্রাস্টিদের দ্বারা দায়িত্বসমূহ ভঙ্গ করার আশঙ্কা থাকে সেক্ষেত্রে বাইরের পেশাদার পরামর্শকদের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়ার কথা বিবেচনা করা।

দাতব্য প্রতিষ্ঠানের ট্রাস্টি হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট হতে কী প্রত্যাশা করা যায় সে সম্পর্কে **বিস্তারিত তথ্যের** *জন্য আপনি আমাদের প্রকাশনা ট্রাস্টিদের জন্য অপরিহার্য: আপনি যা জানতে চান (The Essential Trustee: What you need to know (CC3)) দেখুন যা আমাদের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়।*

ঘ৪. সু-অনুশীলনের ব্যাপারটা কী?

কমিশন একটি সু-অনুশীলন কাঠামো প্রকাশ করেছে যার উদ্দেশ্য ট্রাস্টিদেরকে তাদের দাতব্য প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা উন্নয়নে সহায়তা করা। এই কাঠামোটি সকল প্রকার এবং আকারের দাতব্য প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রম কেমন চলছে তা পর্যালোচনা করা এবং প্রতিষ্ঠানের সবল ও আরো উন্নয়ন ঘটাতে হবে এমন দুর্বল ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করার উপায় হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। কাঠামোটি এর কার্যকারিতার ছয়টি বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে রচিত।

একটি ফলপ্রসূ দাতব্য প্রতিষ্ঠানের গুণাবলী:

- এটি এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখে এবং এর সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনায় তা কাজে লাগায়।
- এটি দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার সুষম ভারসাম্য বিশিষ্ট একটি সুস্পষ্ট বোর্ড বা ট্রাস্টি পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত, যা প্রতিষ্ঠান ও তার সুবিধাভোগীদের সর্বোত্তম স্বার্থে কাজ করে, এর দায়িত্বসমূহ অনুধাবন করে এবং এগুলো সঠিকভাবে চর্চা করার জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করে।
- এর একটি কাঠামো, নীতি ও কার্যপ্রণালী রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে এটি তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধন করে এবং দক্ষভাবে এর সেবা প্রদান করে।
- সার্বক্ষণিকভাবে এর কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা উন্নয়নের এবং এর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নতুন ও উন্নততর উপায় অবলম্বন করার প্রচেষ্টা চালায়। একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের নিজ কৃতিত্ব এবং তার কার্যক্রমে প্রভাব ও ফলাফল মূল্যায়ন এটির পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় সহায়তা করবে এবং এর ভবিষ্যত গতিবিধির উপর প্রভার বিস্তার করবে।
- এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য দরকারী আর্থিক ও অন্যান্য সম্পদ রয়েছে যেগুলো প্রতিষ্ঠানটির সম্ভাবনাময় সামর্থ্য অর্জনে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার করা হয়।
- জনগণ ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের নিকট এমনভাবে দায়বদ্ধ যা স্বচ্ছ ও বোধগম্য।

এ ব্যাপারে **বিস্তারিত তথ্য** *পেতে পারেন আমাদের প্রকাশনা একটি কার্যকরী দাতব্য প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যসমূহ (The Hallmarks of an Effective Charity (CC10)) -এ, যা আমাদের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়।*

লিটল হ্যাম্পটন কোয়েকার মিটিং (Littlehampton Quaker Meeting) *-এর সদস্য এবং দেশব্যাপী কোয়েকার আন্দোলনে অত্যন্ত সক্রিয় পল গিবসন (Paul Gibson)-এর দৃষ্টিভঙ্গি।*

সামান্য সংখ্যক পাঠকই লন্ডনের ইউস্টনে ফ্রেন্ডস হাউজ-এর কথা জেনে থাকবেন যদি সেখানে সম্মেলন বা কোন অনুষ্ঠানে গিয়ে থাকেন। আমাদের ডাক নাম কোয়েকার কিন্তু আমরা নিজেদেরকে "বন্ধু" বলে থাকি এবং যে দাতব্য প্রতিষ্ঠান ফ্রেন্ডস হাউজে আমাদের কেন্দ্রীয়ভাবে আয়োজন করা কাজকর্ম দেখাশোনা করে তার নাম রিলিজিয়াস সোসাইটি অব ফ্রেন্ডস (Religious Society of Friends)।

*একজন কোয়েকার হিসেবে আমি সবসময় **ফ্রেন্ডস হাউজ**কে ভালোবেসেছি। কোয়েকার্‌স্‌ হচ্ছে একটি ধর্মীয়মতবাদ মুক্ত শ্রেণীভেদ বিহীন আন্দোলন, কাজেই এটি আমাদের প্রধান কার্যালয় বা কেন্দ্রীয় কার্যালয় নয়। আমি ইতিবাচক ভাষা পছন্দ করি- এটা এমন একটা জায়গা যেখানে সকল ধর্মে বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী ব্যক্তি আসতে পারে এবং প্রশান্তি ও স্বাগত অনুভব করতে পারে।*

মূল বিষয়

ফ্রেন্ডস হাউজে আমাদের মূল কোয়েকার সমাবেশ ঘটে থাকে এবং এখানে শতাধিক কর্মী রয়েছে যারা আমাদের কেন্দ্রীয়ভাবে আয়োজিত কাজ সম্পন্ন করে। এতে একটি রেস্তোরাঁ, ক্যাফে আর বইয়ের দোকান রয়েছে এবং ভবনটিকে আমরা সম্মেলন ইত্যাদি অনুষ্ঠানের জন্য অতিথিসেবায় ব্যবহার করি। যেকোন ব্যস্ত দিনে ১,০০০ এর মতো লোক আমাদের সাথে যোগ দেয়।

আমরা এটাকে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বানানোর আগে দাতব্য ভিত্তিতে সেবামূলক কাজকর্ম করা হতো। এতে আমরা চিন্তিত ছিলাম। সেবামূলক আয় কি বাণিজ্যিক আয়ের মতো করযোগ্য এবং যদি তাই হয় সেক্ষেত্রে আমরা কী করবো? ব্যাপারটা নিয়ে ভাবার জন্য আমি একটি ছোটখাট কার্যকরী দলে যোগ দিলাম। আমাদের অতিথিসেবামূলক কাজ, কর, অর্থব্যবস্থা ইত্যাদির অভিজ্ঞতা হয় আর সবচেয়ে বড় কথা এটা জানলাম যে কোয়েকাররা কী ভাবে এগিয়ে চলে!

যা ঘটল

আমাদের কার্যকরী দল সুপারিশ করল যে আমরা একটা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলি এবং এর পর দলের পাঁচ জন সদস্যকে প্রথমবারের মতো পরিচালক করে ফ্রেন্ডস হাউজ হসপিটালিটি (লন্ডন) লিমিটেড গঠন করা হলো।

আমাদের পরিচালন নথিতে এবং কাজে আমরা কোয়েকার বাণিজ্য পদ্ধতি অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নিলাম যা আমাদেরকে ৩৫০ বছর ধরে সেবা দিয়েছে। কাজেই যেসব ক্ষেত্রে কোম্পানী আইনে সাধারণ বা বিশেষ প্রস্তাবের প্রয়োজন হয়, সেসব ক্ষেত্রে আমরা আইন মেনে চলবো আর ভোট গণনা করবো। অন্যান্য ক্ষেত্রে, আমরা কোয়েকার পদ্ধতিতে উপলব্ধির দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো; আমরা মনে করি ভোটিং আমাদের বিভেদগুলো তুলে ধরে, মিলগুলো নয়।

আমি যা শিখলাম

বিষয়টাকে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে কোয়েকার ব্যবসা পদ্ধতিতে আস্থা আর সার্বিকভাবে কোয়েকারবাদ (Quakerism) আমাদের অতিথিসেবার রূপকল্প ও মূল্যবোধ যেখানে স্থান করে নেয় তার বিশদ বিবেচনা। সেন্ট্রাল লন্ডনে, আমরা অর্থের যথার্থ মূল্য, গুণগত মান এবং আপনার প্রত্যাশিত মাত্রায় গ্রাহকের প্রতি মনোযোগ দিয়ে থাকি। কিন্তু আমরা নিরাময়ের একটি স্থানও পরিচালনা করি যেখানে এমন মানুষেরা আসেন আর এর প্রশংসা করেন যারা সহিংসতা, আগ্রাসন আর নির্যাতনের শিকার।

বাণিজ্যিক কোম্পানীর একজন পরিচালক হিসেবে, আমি তীব্রভাবে বোধ করি যে কোয়েকার মূল্যবোধ তুলে ধরতে না পারলে আমরা পিছিয়ে পড়বো। আমাদের স্থানটি মূলতঃ প্রার্থনার জন্য ব্যবহৃত হয় আর ব্যাপারটিকে আমরা সম্মান জানাই। এ সংক্রান্ত কার্যবিধি ও মানদণ্ড থাকলেও দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমরা কোঁন সেবা-পর্যায়ের চুক্তি সম্পাদন করিনি এই ভিত্তিতে যে কোয়েকার সংগঠনসমূহের সাথে এরূপ চুক্তি প্রয়োজন নেই।

দাতব্য প্রতিষ্ঠানটিকে এর কার্যক্রমে সহায়তার জন্য একটি গ্রহণযোগ্য মুনাফা লাভ করা ও তা এই প্রতিষ্ঠানটিকে গিফট এইড করা জরুরী, আর পরিচালক হিসেবে আমাদেরও আইন-বিধি মেনে চলা উচিত। তবে আমার জড়িত থাকার কারণ হল ফ্রেন্ডস হাউজ হসপিটালিটি (লন্ডন) লিমিটেড-কে কোয়েকার মূল্যবোধের উপর দাঁড় করিয়ে রাখা।

উপরের অংশটুকু ২০০৮ সালের জুন মাসে গভর্নেন্স ম্যাগাজিনে প্রকাশিত একটি নিবন্ধের অংশবিশেষ। দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ তহবিল সংগ্রহের জন্য বাণিজ্যিক কর্মকান্ডে লিপ্ত হতে পারে, আর এসব কর্মকাণ্ড চালানোর জন্য কখন একটি পৃথক অঙ্গীভূত বাণিজ্যিক কোম্পানী গড়ে তোলা যায়, এসব ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য পাবেন আমাদেরে প্রকাশনা ট্রাষ্টিবৃন্দ, বাণিজ্য ও কর (Trustees, trading and tax (CC35)) -এ, যা আমাদের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়।

ঘ৫. ট্রাস্টির দায়: সমস্যা তৈরী হলে কী ঘটবে?

চ্যারিটি কমিশন আইনগত বাধ্যবাধকতা এবং সর্বোত্তম অনুশীলন উভয়ক্ষেত্রেই তথ্য ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাসম্ভব কার্যকরভাবে পরিচালনায় এবং সমস্যা প্রতিরোধে সহায়তা করে। যেখানে বড় ধরণের সমস্যা ঘটেছে এমন অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে সমস্যার সমাধান করতে পারার মতো ব্যাপক ক্ষমতা আমাদের রয়েছে। দাতব্য প্রতিষ্ঠান যেসব দায়দেনা বা ক্ষতির সম্মুখীন হয় তার জন্য ব্যক্তিগতভাবে ট্রাস্টিরাও দায়বদ্ধ। দাতব্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালন নথির প্রকারভেদ ও পরিস্থিতির উপর এটা নির্ভর করবে। অবশ্য এধরণের ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা খুবই কম ঘটে থাকে এবং ট্রাস্টিদের মধ্যে যারা বিচক্ষণতার সাথে বৈধভাবে পরিচালন নথির নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করেন তারা সাধারণত এ থেকে মুক্ত থাকবেন।

ঘ৬. প্রতিবেদন ও হিসাবসমূহ

দাতব্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন ও হিসাব উপস্থাপনের একটি কাঠামো আইনে রয়েছে, আর বিষয়টি আরো পরিপূরকভাবে সুপারিশকৃত আচরণ বিধিমালায় (the Charities SORP) নিয়ে আসা

হয়েছে। কিন্তু কার্যকরী হিসাব বলতে বোঝায় আইনের অনুসরণের চেয়ে আরো বেশি কিছু। আমাদের ওয়েবসাইটে দাতব্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন ও হিসাবের প্রাপ্যতা আরো তাৎক্ষণিক ও বৃহত্তর পরিসরে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। এর মাধ্যমে ঐ সমস্ত দাতব্য প্রতিষ্ঠান উপকৃত হবে যারা সময়মত মানসম্পন্ন ও প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রদানের মাধ্যমে আর্থিক প্রতিবেদন তৈরী করে, যেগুলো প্রকারান্তরে আস্থা তৈরির সুযোগ সৃষ্টি করে। আমরা সমস্ত ট্রাস্টিবৃন্দকে আহবান করবো যেন তারা বার্ষিক প্রতিবেদন ও হিসাবসমূহকে কাজে লাগিয়ে তাদের কর্মকাণ্ডকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট তুলে ধরেন - যেন তা ব্যাখ্যা করে দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ কী ধরনের কাজ করছে আর এতে করে কী অর্জিত হচ্ছে ।

নিম্নে উদ্ধৃত আর্থিক সীমারেখাসমূহ ০১ এপ্রিল ২০০৯ তারিখে বা তার পরে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য প্রযোজ্য।

আমাদের কী কী আর্থিক রিটার্ন দাখিল করতে হবে?

L

- সকল দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে আবশ্যিকভাবে হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করতে হবে এবং চাহিবামাত্র তা উপস্থাপন করতে হবে। হিসাব বিবরণী ও ট্রাস্টিদের বার্ষিক প্রতিবেদন চ্যারিটি কমিশনে প্রেরণের দায়িত্ব ঐ সমস্ত নিবন্ধিত দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য যাদের মোট আয় £২৫,০০০ এর চেয়ে বেশী।
- যে সকল দাতব্য প্রতিষ্ঠানের মোট আয় £১০,০০০ এর অধিক তাদেরকে অবশ্যই সাথে একটি পূরণকৃত বার্ষিক রিটার্ন (Annual Return) দাখিল করতে হবে যা অনলাইনে পূরণ করা যায়।
- এসমস্ত কাগজপত্র আমাদের নিকট অবশ্যই অর্থ বছর সমাপ্তির ১০ মাসের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।
- যে সকল দাতব্য প্রতিষ্ঠানের মোট আয় £১০,০০০ বা এর কম, তাদের দাতব্য প্রতিষ্ঠানের মূল তথ্যাদি কমিশনকে জানানোর তাদের দায়িত্ব পূরণের সুবিধাজনক উপায় হবে বার্ষিক রিটার্ন দাখিল/ হালনাগাদ করা।

আমাদের কোন ধরনের হিসাব তৈরী করতে হবে?

L

দাতব্য হিসাব হয় প্রাপ্ত এবং প্রদেয় অর্থের ভিত্তিতে কিংবা প্রবৃদ্ধির ভিত্তিতে প্রস্তুত করা যেতে পারে। এর যেটিই প্রয়োজন হোক না কেন তা নির্ভর করবে দাতব্যটির আয় এবং প্রতিষ্ঠানটি কোম্পানী হিসেবে গঠিত হয়েছে কি না তার উপর।

- **প্রাপ্ত এবং প্রদেয় অর্থ।** হিসাব প্রস্তুতকরণ পদ্ধতির দু'টি উপায়ের মধ্যে এটি সহজতর পদ্ধতি এবং পদ্ধতিটি সেসব দাতব্যের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা যেতে পারে যেখানে দাতব্য প্রতিষ্ঠানটি কোম্পানী নয় এবং এর বাৎসরিক আয় £২৫০,০০০ কিংবা তার চেয়ে কম। এ পদ্ধতিতে একটি হিসাব থাকে যাতে সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে দাতব্য প্রতিষ্ঠান-কর্তৃক প্রাপ্ত এবং প্রদত্ত সকল অর্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে, এবং বৎসরান্তে প্রতিষ্ঠানের সম্পদ এবং দেনার একটি বিস্তারিত বিবরণী থাকে। অন্য দিকে কোম্পানী হিসেবে নিবন্ধিত দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি অনুসরণের অনুমোদন কোম্পানী আইনে নেই।
- **প্রবৃদ্ধি।** কোম্পানী নয় এমন দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ যেগুলোর মোট আয় সংশ্লিষ্ট অর্থ-বছরে £২৫০,০০০ এর চেয়ে বেশী, এবং কোম্পানী হিসেবে নিবন্ধিত সকল দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহের হিসাব সুপারিশকৃত আচরণ বিধিমালা (SORP) অনুসারে অবশ্যই প্রবৃদ্ধির ভিত্তিতে করতে হবে। এ ধরনের হিসাবে একটি জমা ও খরচের লিখিত বিবরণ, আর্থিক কর্মকাণ্ডের একটি বিবৃতি, এবং ব্যাখ্যামূলক টীকা থাকবে। হিসাবরক্ষণের ভাষায় বলতে গেলে এসব হিসাবে আয়-ব্যয়ের 'একটি সঠিক এবং স্বচ্ছ চিত্র' তুলে ধরতে হবে।

ট্রাষ্টিদের বার্ষিক প্রতিবেদন কি?

- সকল নিবন্ধিত দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই ট্রাষ্টিদের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে এবং যেসব দাতব্যের বার্ষিক আয় £২৫,০০০ ছাড়িয়ে যায় তাদের প্রতিবেদন অবশ্যই আমাদের কাছে জমা দিতে হবে।
- বার্ষিক প্রতিবেদনে মৌলিক বিষয়গুলো উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক, যদিও ছোট আকারের দাতব্যসমূহের, যেগুলোকে হিসাব নিরীক্ষা করতে হয় না, বড় দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোর মতো, যাদের আইনগতভাবেই হিসাব নিরীক্ষা করতে হয়, এত বেশি তথ্য প্রদান করতে হবে না।
- দাতব্য প্রতিষ্ঠানের প্রশাসকদের একটি নতুন দায়িত্ব হচ্ছে নিজেদের দাতব্যের জনস্বার্থের বিষয়টি প্রশাসকের বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে। জনস্বার্থ সম্পর্কে আপনার প্রতিবেদনে কত বিস্তারিত উল্লেখ করতে হবে তা নির্ভর করবে আপনার দাতব্য প্রতিষ্ঠানটি নিরীক্ষার আওতাভূক্ত নাকি আওতাবহির্ভূত তার উপর। এ সংক্রান্ত আরও তথ্য আমাদের ওয়েবসাইটে জনস্বার্থ সংক্রান্ত নির্দেশনা (public benefit guidance) অংশে রয়েছে।

বাৎসরিক আয়-সংশ্লিষ্ট তথ্য (Annual Return) কী?

- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অর্থ-বছর শেষ হওয়ার অল্পকিছুদিন পরই নিবন্ধিত সকল দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সাথে কমিশন যোগাযোগ করবে এবং স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের আয়ের উপর ভিত্তি করে তাদের বাৎসরিক অগ্রগতি ফরম (Annual Update form) কিংবা বাৎসরিক আয়-সংশ্লিষ্ট তথ্য (Annual Return) পূরণ করার জন্য কমিশন আমন্ত্রণ জানাবে।

- সর্বমোট আয় £১০,০০০ অতিক্রম করা দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের বাৎসরিক আয়ের হিসাব সম্পন্ন করে জমা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। বাৎসরিক আয়-সংশ্লিষ্ট তথ্যের কাগুজে কপি অনুরোধক্রমে পাওয়া যাবে। বাৎসরিক আয়-সংশ্লিষ্ট তথ্যের ফরম পূরণ-পূর্বক কমিশনের নিকট জমাদানে প্রশাসকগণের আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে, যাতে করে আমরা নিশ্চিত করতে পারি যে দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহের নিবন্ধন তথ্যাদি যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ এবং সঠিক। বাৎসরিক আয়ের হিসাব আমাদেরকে মৌলিক আর্থিক বিষয়সমূহ, যোগাযোগের ঠিকানা, অছিগণ, প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড এবং দাতব্যটি কোন শ্রেণীর সে-সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করে থাকে।

নিরীক্ষা না স্বতন্ত্র নিরীক্ষা?

- সাধারণত, যেসব দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সর্বমোট বাৎসরিক আয় £২৫,০০০ থেকে বেশি হয় সেগুলোকে নিজেদের হিসাব স্বতন্ত্রভাবে পরীক্ষা কিংবা নিরীক্ষা করাতে হবে। এর নিচে যাদের আয় তাদের হিসাব শুধুমাত্র তখনই বাহ্যিক নিরীক্ষা করাতে হবে যখন তা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক নথির শর্তভুক্ত হয়।
- সুনির্দিষ্টভাবে কোন ধরনের নিরীক্ষা প্রয়োজন তা নির্ভর করে দাতব্য প্রতিষ্ঠানটির আয় এবং সম্পদের উপর। মোটা দাগে বলতে গেলে, স্বতন্ত্র নিরীক্ষা তখনই প্রয়োজন যখন মোট আয় £২৫,০০০ থেকে £৫০০,০০০ এর মধ্যে থাকে, এবং প্রতিষ্ঠানের সর্বমোট বাৎসরিক আয় যদি £৫০০,০০০ ছাড়িয়ে যায় তখনও নিরীক্ষা প্রয়োজন হয়। এছাড়া যদি দাতব্য প্রতিষ্ঠানটির মোট সম্পদ (দেনা বাদে) যদি £২.৮ মিলিয়ন ছাড়িয়ে যায়, এবং এর বাৎসরিক সর্বমোট আয় £১০০,০০০ হয় তাহলেও নিরীক্ষা প্রয়োজন হবে।

এ সংক্রান্ত **আরও তথ্য** *পাওয়া যাবে কোম্পানীজ হাউস (Companies House), এবং চ্যারিটি রিপোর্টিং এন্ড একাউন্টিং: দ্য অ্যাসেন্সিয়্যাল্‌স এপ্রিল ২০০৯ (Charity Reporting and Accounting: The essentials April 2009 (CC15b)) থেকে এবং আমাদের ওয়েবসাইটের চ্যারিটিজ একাউন্টস এন্ড রিপোর্টস* 'Charities Accounts and Reports' *পাতায়।*

এসওআরপি ২০০৫ (SORP 2005) এর সুপারিশকৃত আচরণবিধির (SORP – the Charities SORP) সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিবেদন এবং হিসাব তৈরিতে দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহায়তা করার জন্য আমরা একগুচ্ছ নমুনা প্রতিবেদন এবং হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করেছি যা এসব দলিলাদির আকার এবং খসড়া প্রস্তুতকরণে এবং জনস্বার্থ বিষয়ক প্রতিবেদন তৈরির যে নতুন শর্ত তা পূরণে সহায়ক হবে। আমাদের নমুনা প্রশাসকের বার্ষিক প্রতিবেদন (*Example Trustees Annual Reports and Accounts)* এবং হিসাব বিবরণীর মধ্যে বির্চফিল্ড মস্ক এন্ড কমিউনিটি সেন্টার (*Birchfield Mosque and Community Centre)* এবং সেন্ট এমিলন্স প্যারোকিয়্যাল চার্চ কাউন্সিল (*St Emilion's Parochial Church Council)* এর নমুনা প্রতিবেদন ও হিসাব বিবরণী রয়েছে।

ঘ৭. 'পাবলিক বেনিফিট রিকোয়ারমেন্ট' বলতে কী বোঝায়?

'পাবলিক বেনিফিট রিকোয়ারমেন্ট' হচ্ছে আইনী প্রয়োজনীয়তা যা প্রতিটি প্রতিষ্ঠান-কর্তৃক নির্ধারণ করা এক বা একাধিক দাতব্য লক্ষ্য, যাতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটিকে ইংল্যান্ড এবং ওয়েল্স-এ নিবন্ধন পাওয়া এবং স্বীকৃতি আদায়ের শর্ত পূরণের জন্য অবশ্যই দেখাতে হয় যে এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে জনস্বার্থ। যদিও সকল দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে জনস্বার্থের শর্তটি সবসময়ই পূরণ করতে হতো, তথাপি চ্যারিটিস অ্যাক্ট (**Charities Act**) বিষয়টির উপর গুরুত্বারোপ করেছে যার আওতায় সকল দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে সুনির্দিষ্টভাবে দেখাতে হয় যে তাদের লক্ষ্য হচ্ছে জনস্বার্থ সাধন; এগুলোর মধ্যে আবার সেসব দাতব্য প্রতিষ্ঠানও রয়েছে যেগুলো শিক্ষা সম্প্রসারণ কিংবা ধর্ম প্রচার, কিংবা দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে কাজ করছে এবং এ বিষয়গুলো অতীতে জনস্বার্থের পরিপূরক হিসেবেই বিবেচিত হতো।

সকল দাতব্য প্রতিষ্ঠানই যাতে জনস্বার্থের শর্তটি পূরণ করে তা নিশ্চিত করার ব্যাপারে এবং এই শর্তটি কী সে সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদানে আমাদের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আমাদের প্রদত্ত জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট দিকনির্দেশনা মেনে চলা এবং সংশ্লিষ্টদের জনস্বার্থ বিষয়ে প্রতিবেদন করা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের প্রশাসকগণের আইনগত দায়িত্ব।

যেসব দাতব্য প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ধর্মের প্রসার তাদের বিষয়ে আমাদের ভূমিকা কী?

আমরা দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহের নিবন্ধক এবং নিয়ন্ত্রক, এর মধ্যে ধর্মের প্রসারে লিপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোও অন্তর্ভুক্ত। তবে আমরা ধর্মকে নিয়ন্ত্রণ করি না এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ কিংবা ধর্মীয় বিশ্বাসসমূহের বস্তুনিষ্ঠতা কিংবা সত্যাসত্য যাচাই করি না।

নিবন্ধক এবং নিয়ন্ত্রক হিসেবে আমাদের ভূমিকা হচ্ছে নিবন্ধিত দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে জনস্বার্থ সম্পর্কিত দাতব্য উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত থাকে তা নিশ্চিত করা। জনস্বার্থ বিষয়ক শর্তটির উদ্দেশ্য কোন বিশেষ ধর্মীয় বিশ্বাস কিংবা অনুশীলনের পথে আইনগত বাধা সৃষ্টি করা কিংবা তা নিষিদ্ধ করা নয়; বরং এটা নির্ধারণ করা যে ধর্ম বিশ্বাস প্রচার করা একটি সংস্থা দাতব্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে যোগ্য কি না।

কোন্ জনস্বার্থ বিষয়ক নির্দেশনা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের প্রশাসকদের অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে?

দাতব্য প্রতিষ্ঠানের প্রশাসকগণকে জনস্বার্থ বিষয়ক আমাদের সকল আইনগত নির্দেশনা, যা তাদের দাতব্যের সাথে সংশ্লিষ্ট, অনুসরণ করতে হবে।

অতএব, সব দাতব্য প্রতিষ্ঠান প্রশাসককে আমাদের সাধারণ জনস্বার্থ নির্দেশনা- *চ্যারিটিজ এন্ড পাবলিক বেনিফিট (Charities and Public Benefit)* অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

পাশাপাশি, দাতব্য প্রতিষ্ঠান ট্রাস্টিদেরকে তাদের প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের সাথে প্রাসঙ্গিক কিংবা তারা কী উপায়ে সে উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত প্রভৃতি যে কোন বিষয়ে আমাদের সম্পূরক জনস্বার্থ নির্দেশনায় প্রদত্ত আইনী নির্দেশনা অবশ্যই মেনে চলতে হবে। (সম্পূরক জনস্বার্থ নির্দেশনায় কী কী বিষয় রয়েছে তা আমাদের নির্দেশিকায় আমরা দেখিয়ে দিই এবং এটি আমাদের জনস্বার্থ-বিষয়ক আইনী নির্দেশনার একটি অংশ হিসেবে পরিগণিত।)

আমাদের নির্দেশিকা *জনস্বার্থে ধর্ম প্রসার (The advancement of religion for the public benefit)* ওইসব দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে লক্ষ্য করেই করা যেগুলোর উদ্দেশ্যের মধ্যে ধর্ম প্রসারের বিষয়টিও রয়েছে। তবে এটি শুধুমাত্র ধর্মবিশ্বাস-ভিত্তিক দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ কিংবা যেসব সংস্থা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, বিরোধ নিষ্পত্তি বা সমঝোতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে, কিংবা ধর্মীয় বা জাতিগত সৌহার্দ্য বাড়াতে কাজ করে, অথবা সমতা এবং বৈচিত্র্য আনয়নের কাজে নিয়োজিত সেগুলোকে উদ্দেশ্য করে করা নয়।

আরও তথ্য জানার জন্য, অনুগ্রহ করে জনস্বার্থ নির্দেশনা সংক্রান্ত সকল বিষয় বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন যেখানে জনস্বার্থ বিষয়ক মূল বিষয়াবলী সম্পর্কে এবং ভিন্ন ভিন্ন আকারের দাতব্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন তৈরী করার শর্তাবলী কি তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেওয়া রয়েছে।

ঘ৮. তহবিল সংগ্রহ এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সম্পদের সুরক্ষা

কার্যকর দাতব্য প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী নির্ভর করে পর্যাপ্ত সম্পদের জোগান নিশ্চিত করার উপর। নিজস্ব সদস্য কিংবা জনগণ- যার কাছ থেকেই তহবিল জোগাড় করা হোক না কেন, এটা গুরুত্বপূর্ণ যে দাতব্য প্রতিষ্ঠানের ট্রাস্টিরা তহবিল জোগাড় কার্যক্রম কার্যকরভাবে, সুদক্ষ উপায়ে, এবং কম খরচে- ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ করছে। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করতে হবে এবং তাতে আদায়কৃত অর্থ সুরক্ষার পদ্ধতিও থাকা প্রয়োজন।

ট্রাস্টিদের অবশ্য-করণীয় কী?

L

ট্রাস্টিদের অবশ্যই করতে হবে:

- **এটা নিশ্চিত করা যে, অনুসারীদের কাছ থেকে চাওয়া অর্থের পরিমাণ অন্যায্যভাবে নির্ধারণ করা হয় নি: ধর্ম প্রসারে নিযুক্ত অনেক দাতব্য প্রতিষ্ঠান তাদের অনুসারীদেরকে সংস্থার জন্য স্বীয় আয়ের অনুপাতে নিয়মিত অর্থ প্রদানের অনুরোধ করে থাকে (প্রায়শই *গিফ্‌ট এইড স্কিম* -এর আওতায়)। এটি একটি দীর্ঘদিনের প্রচলিত অনুশীলন এবং এটি স্বেচ্ছামূলক কিংবা বাধ্যতামূলকও হতে পারে। যেখানে আর্থিক অনুদান গ্রহনের চর্চা আছে (যদি অফিসিয়ালি নাও হয়), সেখানে অনুদানের পরিমাণ এরকম হওয়া উচিত নয় যা সংশ্লিষ্ট দাতব্যে যোগদান কিংবা এটি থেকে সুবিধা প্রাপ্তিতে বাধা সৃষ্টি করে।**
- জনগণ থেকে প্রাপ্ত কোন্ কোন্ অনুদান কাজে লাগানো হবে তা যে আবেদনে সঠিকভাবে উল্লেখ রয়েছে সেটি নিশ্চিত করা।
- তহবিল সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত স্থানীয় কোন গোষ্ঠী কিংবা দাতব্যের স্থানীয় কোন শাখা যে মূল দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্য এবং প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তহবিল সংগ্রহ করছে সে

সম্পর্কে নিজেরা পরিস্কার অবগত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করা। আয়-ব্যয়ের পূর্ণাঙ্গ চিত্র ট্রাষ্টিদের অনুমোদনের জন্য এবং হিসাব নথিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য অবশ্যই দাতব্য প্রতিষ্ঠানের কাছে জমা দিতে হবে।

- যেসব ক্ষেত্রে ট্রাষ্টিরা তাদের পক্ষ থেকে অন্য কাউকে তহবিল সংগ্রহের অনুমতি প্রদান করেছেন সেখানে সংশ্লিষ্টদের তহবিল সংগ্রহ-বাবদ ব্যয়িত অর্থ কর্তনের আগে সংগৃহীত সকল অর্থ দাতব্যের নামে থাকা ব্যাংক একাউন্টে জমা দিন। বিষয়টি এমনও হতে পারে যে কেউ একজন স্পন্সরকৃত তহবিল সংগ্রহ কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছে অথবা তহবিল সংগ্রাহকের নিজেদের নিয়োগকৃত কেউ-ই কাজটি করেছে।
- যেক্ষেত্রে অন্য কেউ প্রতিনিধি হয়ে তহবিল সংগ্রহ করছে অথবা পেশাদার তহবিল সংগ্রাহক নিয়োগ করা হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে তহবিলের উপর যথাযথ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখুন।
- যেসব ক্ষেত্রে পেশাদার তহবিল সংগ্রাহকরা প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত হন, সেসব ক্ষেত্রে তাদের সাথে লিখিত চুক্তি করে নিন।
- তহবিল যে উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে সে খাতেই যাতে ব্যয় করা হয় (কিংবা জমা রাখা হয়) তা নিশ্চিত করুন।

ভাল উদাহরণগুলো কেমন?

ট্রাষ্টিদের উচিত:

- যেসব ক্ষেত্রে প্রার্থনা কিংবা এ জাতীয় স্থান থেকে নগদ অর্থ সংগ্রহ করা হয়, সেসব ক্ষেত্রে সংগ্রহ শেষ হওয়ার পরপরই যত দ্রুত সম্ভব অর্থ গুণে ফেলার বিষয়টি নিশ্চিত করা এবং অর্থ সংগ্রাহক বাক্সগুলো যাতে নিয়মিত খোলা হয় সেটিও নিশ্চিত করা। প্রতিটি ক্ষেত্রেই, গণনার কাজটি এ কাজে দায়িত্বশীল প্রশাসকগণ-কর্তৃক নিযুক্ত কমপক্ষে দু'জন লোকের উপস্থিতিতে করা উচিত।
- তহবিল সংগ্রহের ভালো উদাহরণগুলো জেনে রাখুন, যেমন- *দি ইন্সটিটিউট অব ফান্ডরেইজিংস কোড্স অব ফান্ডরেইজিং প্র্যাকটিসেস* (the Institute of Fundraising's Codes of Fundraising Practice)।
- আপনার প্রস্তাবিত তহবিল সংগ্রহের পদ্ধতিসমূহ গ্রহণ করতে এবং ভবিষ্যতে তহবিল সংগ্রহ পদ্ধতি গ্রহণের আবেদনের কাজে ব্যবহৃত হবে এমনসব কাগজপত্র প্রদানের অনুরোধ করুন।
- যে কোন তহবিল সংগ্রহ আবেদনে উদ্দেশ্য বর্ণনার শব্দচয়নের ক্ষেত্রে ভাবনা-চিন্তা করুন। যেসব আবেদনের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে, যেমন- প্রার্থনার জায়গা অধিগ্রহণ, প্রার্থনার জন্য স্থাপনা নির্মাণ কিংবা বিদ্যমান স্থাপনার সংস্কার সাধন, সেসব ক্ষেত্রে যদি আবেদনের মূল উদ্দেশ্য কোন কারণে ব্যর্থ হয় কিংবা সংশ্লিষ্ট কাজ শেষেও উদ্বৃত্ত তহবিল থাকে তাহলে সেটি কী কাজে ব্যবহৃত হবে তা চিহ্নিত করে দিলে সহায়ক হবে (উদাহরণস্বরূপ, দাতব্যের সাধারণ কার্যক্রম পরিচালনায়)।
- এ ধরনের আবেদনের ব্যয় সম্পর্কে, যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, উন্মুক্ত এবং সৎ থাকার প্রস্তুতি নিন।
- তহবিল সংগ্রহের কার্যকরিতা সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদনে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন।

আপনি তহবিল সংগ্রহ বিষয়ে দাতব্য প্রতিষ্ঠানের ট্রাস্টিদের আইনগত দায়দায়িত্ব সম্বন্ধে এবং কার্যকর উপায়ে তহবিল সংগ্রহের সাধারণ পরামর্শ-বিষয়ক **আরও তথ্য** আমাদের প্রকাশনা *দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং তহবিল সংগ্রহ (সিসি২০)* (*Charities and Fundraising* (CC20))-এ পাবেন। যখন একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং একটি বাণিজ্যিক কোম্পানী দাতব্যের জন্য তহবিল সংগ্রহ কিংবা দাতব্যের প্রচারণা বিষয়ক কোন চুক্তিতে উপণীত হয় তখন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের মধ্যকার স্থাপিত সম্পর্ক বিষয়ে আমাদের গবেষণা প্রতিবেদন *দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বাণিজ্যিক অংশীদারগণ (আরএস২) (Charities and Commercial Partners* (RS2))-এ আলোচনা করা হয়েছে। উভয়টিই আমাদের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

প্রাপ্ত অনুদানের সর্বোচ্চ উপযোগিতা নিশ্চিত করা

অনেক ধর্মীয় দাতব্য প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য পরিমাণ নগদ অনুদান পেয়ে থাকে। যেখানে কিছু ধর্মীয় দাতব্য তাদের গিফ্‌ট এইড (Gift Aid) কর প্রত্যার্পণ সুবিধার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার ব্যাপারে খুবই কার্যকর, অন্যরা নিজেদের প্রকল্পের বিস্তৃত সুফল-ভোগের বিষয়টি, যা তাদেরকে প্রত্যেকটি অনুদানের সর্বোচ্চ সুফল লাভে সক্ষম করতো, উপস্থাপনের মাধ্যমে তাদের দাতাদের উৎসাহিত করতে ব্যর্থ হয় ।

কিছু কিছু ব্যক্তি এবং ধর্মীয় গোষ্ঠী মনে করে দান বিষয়ক তাদের মতবাদগত/আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি গিফ্‌ট এইড স্কিম (Gift Aid Scheme)-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যদিও বিষয়টি তা নয়, দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে নগদ অনুদানের ক্ষেত্রে আরও বেশি অর্থ প্রাপ্তিতে একটি শীর্ষস্থানীয় হিসাবরক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ট্যাক্স পার্টনার মোহাম্মদ আমিনের প্রদত্ত নিম্নোক্ত সংক্ষিপ্তসারটি সহায়তা করতে পারে।

প্রধান শর্ত হচ্ছে প্রকৃত অনুদানটি যে ব্যক্তি থেকে পাওয়া গেছে তার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে সমর্থ হওয়া, এবং সেই দাতার কাছ থেকে একটি পূরণ করা গিফ্‌ট এইড (Gift Aid) ডিক্লারেশন নেওয়া। নগদ অনুদানের ক্ষেত্রে বিষয়টিকে সহজসাধ্য করতে, দাতব্য প্রতিষ্ঠানটি একগুচ্ছ খাম রাখতে পারে যেগুলোর বহির্ভাগে নিম্নোক্ত তথ্যাদি আগে থেকেই ছাপানো থাকবে:

- *দাতব্য প্রতিষ্ঠানটি নাম এবং ঠিকানা;*
- *খামের মধ্যে অর্থের পরিমাণ লেখার জন্য একটু খালি জায়গা রাখা;*
- *দাতার নাম এবং ঠিকানা লেখার জন্য খালি জায়গা;*
- *একটি গিফ্‌ট এইড (Gift Aid) ডিক্লারেশন; এবং*
- *দাতা খামে স্বাক্ষর এবং তারিখ প্রদানের জন্য একটু জায়গা।*

তবে প্রত্যেকটি ছোট আকারের দানের জন্য দাতা এবং সংশ্লিষ্ট দাতব্য প্রতিষ্ঠানটি এ ঝামেলা সইতে চাইবে না।

যদিও, এমনকি একটি £১০ পাউন্ডের নোটও যদি নগদ দেওয়া হয় তা থেকে দাতব্যটি £২.৫০ পাউন্ড মূল্যের গিফ্‌ট এইড কর প্রত্যার্পণ সুবিধা পাবে, এবং এর সাথে ৫ এপ্রিল ২০১১-এর পূর্বে প্রদত্ত অনুদানের ক্ষেত্রে ক্রান্তিকালীণ ছাড় হিসেবে ৩০ পেন্স ফেরত পাবে। ফেরত পাওয়া এই পরিমাণ অর্থ দিয়েই পূর্ব-থেকে ছাপানো খামের খরচের এবং দাতাদের একটু সময় নিয়ে তাদের নাম, ঠিকানা এবং ঘোষণায় স্বাক্ষর নেওয়ার যথার্থতা সহজেই নিশ্চিত করা যায়।

একটি গিফ্‌ট এইড ডিক্লারেশন প্রদানের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট শব্দমালা সুপারিশ করা হয় নি, কিন্তু যে কোন ঘোষণাকে আইনী বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হয়। নিম্নোক্ত শব্দমালা এইচএমআরসি (HMRC)-প্রকাশিত একটি নমুনা ঘোষণা থেকে নেওয়া হয়েছে:

"অনুগ্রহ করে এতদ সংযুক্ত দানটি একটি গিফ্‌ট এইড (Gift Aid) অনুদান হিসেবে বিবেচনা করুন। আমি অঙ্গীকার করছি যে আমি চলতি কর-বর্ষে আয়করের এবং/অথবা ব্যবসায়িক লাভের উপর ধার্যকৃত কর (Capital Gains Tax) পরিশোধ করবো যা আমার কাছ থেকে এই দাতব্য প্রতিষ্ঠানের পাওয়া অনুদানের ন্যূনপক্ষে সমপরিমাণ হবে।"

খামটি যেহেতু একটি মাত্র নগদ অনুদানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে, সেহেতু একই খামকে গিফ্‌ট এইড (Gift Aid) ডিক্লারেশন-এর জন্য ব্যবহার করা দৃশ্যত সঠিক নয়, কারণ পুনঃ পুনঃ কার্যকরিতার বিষয়টি মাথায় রেখেই ঘোষণাটি সংগ্রহ করা হচ্ছে।

এইচএমআরসি (HMRC) এর ওয়েবসাইট www.hmrc.gov.uk/charities/gift_aid - এ গিফ্‌ট এইড (Gift Aid) সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশনা প্রকাশ করেছে।

এটি কোন পেশাদারী পরামর্শ নয়। আপনার দাতব্য প্রতিষ্ঠানের অর্থ-বিষয়ক উপদেষ্টার কাছ থেকে আপনার আরও পরামর্শ প্রয়োজন হতে পারে।

দাতব্য সম্পত্তি বিষয়ে ট্রাষ্টিদের কী কী দায়িত্ব রয়েছে?

L

- ট্রাষ্টিদের নিশ্চিত করা উচিত যে, দাতব্যটি পরিচালনা প্রক্রিয়ায় যেন অসৎ সহযোগী কিংবা কর্মচারীদের অন্যায্য সুবিধা গ্রহণের সুযোগ না থাকে, এছাড়া তাদের **অভ্যন্তরীণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ** পদ্ধতি কঠোর এবং তা নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়।
- দাতব্য প্রতিষ্ঠানটি যদি **জমি বা ভবনের** মালিক হয়, ট্রাষ্টিদের নিয়মিত জানতে হবে এটি কী অবস্থায় আছে, এটি সঠিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কি না, এবং এর জন্য পর্যাপ্ত বীমা করা আছে কি না।
- ট্রাষ্টিদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে দাতব্যটিতে সকল **দেয় আয়** গ্রহণ করা হয়েছে এবং সকল দেয় কর ও মূল্য নির্ধারণ ছাড় (rating relief) দাবি করা হয়েছে।
- আমাদের সুপারিশ হচ্ছে **উদ্বৃত্ত অর্থ** ব্যাংকে জমা রাখা।
- ট্রাষ্টিদের এটা নিশ্চিত করতে হবে যে **স্থায়ী অনুদান**-কৃত সম্পত্তি এমনভাবে ব্যবহার করা হবে যাতে তা একদিকে ব্যয়ের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ সংস্থান করতে পারে অন্যদিকে একই সাথে এর বিনিয়োগের মূল্যও ধরে রাখা যায়। তবে যে পরিস্থিতিতে তারা মনে করবে যে একটা প্রকল্পের ব্যয় স্থায়ী অনুদান এবং আয় দু'টো থেকেই নির্বাহ করা অধিক কার্যকর এবং দাতব্যের স্বার্থেই তা করা হচ্ছে, তাহলে একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের ট্রাষ্টিরা সেটি করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যদি তারা নির্দিষ্ট কিছু শর্ত মেনে চলেন।
- দাতব্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালন গঠনতন্ত্রের সংশ্লিষ্ট যে ধারায় চেক স্বাক্ষর করার কর্তৃত্বধারী নির্ধারণ করা রয়েছে, ট্রাষ্টিদেরকে সংশ্লিষ্ট সেই ধারাগুলো অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।

যদি **ব্যাংক একাউন্ট** পরিচালনা সংক্রান্ত কোন বিধান পরিচালন গঠনতন্ত্রে না থাকে, তাহলে কমপক্ষে দু'জন প্রশাসককে ব্যাংক ব্যবস্থাপনার জন্য স্বাক্ষরদাতা হিসেবে কর্তৃত্ব অর্পণ করতে হবে, যদি না ট্রাষ্টিরা যৌক্তিকভাবে দাবি করেন যে দাতব্য পরিচালনার সুবিধার্থে চেক এ কর্মচারীদের স্বাক্ষর থাকা প্রয়োজন।

এই মৌলিক অভ্যন্তরীণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ, যা প্রশাসকগণকে বিবেচনায় নিতে হবে, বিষয়ক **আরও তথ্য** আপনি আমাদের প্রকাশনা *দাতব্যসমূহের জন্য আভ্যন্তরীণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ (সিসি৮) (Internal Financial Controls for Charities* (CC8))-এ পাবেন। অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নির্দেশনা পাবেন *চ্যারিটিজ এন্ড ইন্সুরেন্স (সিসি৪৯)* (*Charities and Insurance* (CC49)), আমাদের ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং নির্দেশনা (guidance on electronic banking), এবং *স্থায়ী অনুদান: এটি কী এবং কখন ব্যয় করা যাবে? (Permanent Endowment: What is it and when can it be spent?)* এই প্রকাশনাগুলোয়। কমিশন এছাড়াও দাতব্যসমূহ এবং বিনিয়োগ সংক্রান্ত নির্দেশনা এবং বিক্রয়, ইজারা বা বন্ধকের মাধ্যমে দাতব্য জমি ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রস্তুত করেছে। নির্দেশনাটি আমাদের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ঘ৯. তহবিল স্থানান্তর/বিদেশে কার্যক্রম পরিচালনা

যুক্তরাজ্যের বাইরের কোন সংস্থাকে সহায়তা করার জন্য কি কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা যাবে?

যদি অন্য দেশের কোন বিশেষায়িত সংস্থার তহবিল যোগাড়ের জন্য একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়, সেটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান হতে পারে আবার নাও হতে পারে।

যদি এ ধরনের একটি সংস্থা দাতব্য প্রতিষ্ঠান হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে, এটিকে স্পষ্টভাবে দেখাতে হবে যে:

- এটির সম্পূর্ণরূপে দাতব্য উদ্দেশ্য রয়েছে;
- এর তহবিল কী ভাবে ব্যবহৃত হবে, যা অবশ্যই এর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হবে, তার উপর ট্রাস্টিদের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে; এবং
- সুবিধাভোগী নির্বাচনে এবং/অথবা সহায়ক প্রকল্প নির্বাচনের জন্য ট্রাস্টিবৃন্দ দায়ী থাকবেন।

অন্য দেশের কোন সম্প্রদায়ের উপকারার্থে কি কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা যাবে?

ইংল্যান্ড এবং ওয়েল্স-এ বসবাসকারী বহু সম্প্রদায় অন্য দেশের কোন গোষ্ঠী কিংবা ধর্মীয় সম্প্রদায়কে, যাদের সাথে তাদের পারিবারিক সম্পর্ক কিংবা অন্য কোন সংযোগ রয়েছে, সহায়তার ইচ্ছা পোষণ করতে পারেন। তবে দাতব্য হওয়ার জন্য এসব সংস্থাকে এ দেশে দাতব্য হিসেবে স্বীকৃত এমন উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে সেটিকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

বিদেশে অর্থ প্রেরণ - অ-প্রথাগত ব্যাংকিং পদ্ধতির ব্যবহার

কিছু কিছু দাতব্য প্রতিষ্ঠান এমন এক ধরনের পরিবেশে কাজ করে যেখানে অ-প্রথাগত ব্যাংকিংয়ের এক বা একাধিক পদ্ধতির ব্যবহার সাধারণ ব্যাপার। এ পদ্ধতিগুলোর মধ্যে রয়েছে তহবিল হস্তান্তরের

জন্য অর্থ স্থানান্তর সুবিধা ব্যবহার (হাই স্ট্রিট-এ কিংবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে), হাওয়ালা ব্যাংকিং (hawala banking) (মুসলিম সম্প্রদায় কর্তৃক ব্যবহৃত পদ্ধতি), এবং ছিট্টি ব্যাংকিং (chitty banking) (হিন্দু সম্প্রদায় কর্তৃক ব্যবহৃত)। আমরা স্বীকার করি যে দাতব্যসমূহের এ পদ্ধতিগুলোর ব্যবহার প্রয়োজন। তথাপি এগুলো প্রথাগত ব্যাংকিং পদ্ধতিসমূহের চেয়ে অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ এবং যার ফলে দাতব্য প্রতিষ্ঠানের ট্রাস্টিদের এটা নিশ্চিত করতে হবে যে নিয়ন্ত্রণ আরোপের মাধ্যমে এই ঝুঁকি দূর করা হয়েছে।

বিদেশে সকল প্রকার অর্থ এবং পণ্য হস্তান্তর সম্পূর্ণরূপে দালিলিক হওয়া উচিত, যার দলিলাদি হিসাবরক্ষণের অংশ হিসেবে যুক্তরাজ্যে থাকবে। এ ধরনের দলিলে মধ্যস্থতাকারী (কারীদের), সুবিধাভোগীর নাম, পরিশোধিত কমিশন, লেনদেনের সম্পূর্ণ ও নেট মূল্য এবং যেসব দেশের সাথে লেনদেন হয়েছে সেসব দেশের তালিকা থাকা উচিত। এভাবে, ট্রাস্টিরা জনগণকে সন্তুষ্ট করার জন্য দাতব্য প্রতিষ্ঠানটির তহবিল যথাযথভাবে ব্যবহৃত হবার একটি স্পষ্ট নিরীক্ষা চিত্র প্রদান করতে পারবেন।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, অন্য দেশে রক্ষিত দাতব্য প্রতিষ্ঠানের তহবিল সুরক্ষা, এবং দাতব্যসমূহ বিদেশে কী ভাবে কাজ করছে এ জাতীয় অন্যান্য বিষয়সমূহ নিরূপণ, পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন আমাদের প্রকাশনা- *আন্তর্জাতিকভাবে যেসব দাতব্য প্রতিষ্ঠান কাজ করছে (Charities Working Internationally)*- আমাদের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ঙ. আরও তথ্য ও পরামর্শ

দাতব্য প্রতিষ্ঠানের ট্রাস্টিবৃন্দ তাদের দায়িত্ব সম্পাদনে অনেক ধরনের উৎস ব্যবহার করতে পারেন। বিদ্যমান তথ্যের উৎসসমূহের জন্য এটি কোন পূর্ণাঙ্গ তালিকা নয়, কিন্তু এতে চমৎকার একটি সারসংক্ষেপ এবং কোথা থেকে শুরু করতে হবে সে সম্পর্কিত কার্যকর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আমরা ট্রাস্টিদের বিভিন্ন ধরনের সংস্থাসমূহকে কাজে লাগানোয় উৎসাহিত করি যা তাদের দাতব্যকে যথাসম্ভব কার্যকর উপায়ে পরিচালনায় সহায়তা করবে। অন্যান্য তথ্য-উৎস সম্পর্কে বিস্তারিত আপনারা আমাদের ওয়েবসাইটের হোম পেজের 'সহায়ক লিংকসমূহ'তে ('Useful links') পাবেন।

ব্রিটিশ এসোসিয়েশন অব সেটেলমেন্টস্ এন্ড সোশ্যাল এ্যাকশন সেন্টারস্ (বাসাক) (British Association of Settlements and Social Action Centres (bassac)) হচ্ছে বহুমূখী কমিউনিটি সংগঠনসমূহের একটি নেটওয়ার্ক। বাসাক (Bassac) জাতীয় পর্যায়ে এর সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে এবং তাদেরকে কৌশলগত সহায়তা প্রদান করে।

বাসাক (bassac)
33 Corsham Street
London N1 6DR
ফোনঃ 0845 241 0375
ফ্যাক্সঃ 0845 241 0376

ইমেইল: info@bassac.org.uk
ওয়েবসাইট: www.bassac.org.uk

সিইডিআর সিইডিআর (সেন্টার ফর ইফেক্টিভ ডিসপিউট রিসোলিউশন) (CEDR) (Centre for Effective Dispute Resolution)) www.cedr.co.uk/

সিইডিআর (সেন্টার ফর ইফেক্টিভ ডিসপিউট রিসোলিউশন) (CEDR (Centre for Effective Dispute Resolution)) এবং এনসিভিওও (ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ভলান্টারি অর্গানাইজেশনস্) (the NCVO (National Council for Voluntary Organisations)) মধ্যস্থতা-ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য হোম অফিস (the Home Office)-এর অর্থায়নে প্রশিক্ষণ, সেমিনার প্রভৃতির মাধ্যমে যৌথভাবে একটি প্রকল্প পরিচালনা করছে এবং দাতব্যসমূহের জন্য পূর্ণ মূল্য থেকে কিছু পরিমাণ ছাড় দিয়ে মধ্যস্থতা-ব্যবস্থা সেবা গ্রহণের সুযোগ প্রদান করছে।

চ্যারিটি ট্রাস্টি নেটওয়ার্কস্ (সিটিএন) Charity Trustee Networks (CTN)

ট্রাস্টিদের নিজেদের একটি নেটওয়ার্ক তৈরিতে উৎসাহিত করা এবং পরামর্শ ও পর্যবেক্ষণ সেবা প্রদানের জন্য স্ব-নির্ভর নেটওয়ার্ক গড়ে তুলে পারস্পরিক সহায়তা প্রদানে এটি কাজ করে থাকে।

Charity Trustee Networks
2nd Floor
The Guildford Institute
Ward Street
Guildford
GU1 4LH
ফোন: 01483 230280
ফ্যাক্স: 01483 303932
ইমেইল: info@trusteenet.org.uk
ওয়েবসাইট: www.trusteenet.org.uk

চ্যারিটিজ এইড ফাউন্ডেশন (সিএএফ) Charities Aid Foundation (CAF)
এটি কর-বান্ধব দান উৎসাহিত করতে সেবা প্রদান করে, এবং আইনসম্মত চুক্তি সম্পাদনে সেবা প্রদান করে থাকে। এছাড়াও এটি খাত-ভিত্তিক স্বেচ্ছা অনুদান সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা এবং তথ্যও প্রকাশ করে থাকে।

Charities Aid Foundation
25 Kings Hill Avenue
Kings Hill
West Malling
Kent ME19 4TA
ফোন: 01732 520 000
ফ্যাক্স: 01732 520 001

ইমেইলঃ enquiries@cafonline.org
ওয়েবসাইটঃ www.cafonline.org.uk

কমিউনিটি ম্যাটারস্

Community Matters

কমিউনিটি ম্যাটারস্ (Community Matters) হচ্ছে বিভিন্ন কমিউনিটি সংস্থা এবং সমজাতীয় সংগঠনগুলোর একটি জাতীয় পর্যায়ের জোট। এটি কমিউনিটি সংস্থাসমূহকে সহায়তা প্রদান এবং তাদের সক্ষমতা তৈরি করে এবং জাতীয় পর্যায়ে তাদের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে।

Community Matters
12-20 Baron Street
London N1 9LL
ফোনঃ 020 7837 7887
ফ্যাক্সঃ 020 7278 9253
ইমেইলঃ communitymatters@communitymatters.org.uk
ওয়েবসাইটঃ www.communitymatters.org.uk

কোম্পানীজ হাউজ (Companies House)
এটি লিমিটেড কোম্পানীগুলোর একটি যূথবদ্ধ কর্তৃপক্ষ। এছাড়াও এটি নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত পরিচালক এবং কোম্পানী সচিবদের জন্য বিভিন্ন সেমিনার আয়োজন করে থাকে।

Companies House
Crown Way
Maindy
Cardiff CF14 3UZ
ফোনঃ 0303 1234 500
ফ্যাক্সঃ 029 2038 0900
ইমেইলঃ enquiries@companies-house.gov.uk
ওয়েবসাইটঃ www.companieshouse.gov.uk

কাউন্টি ভলান্টারি কাউন্সিল ইন ওয়েল্স (সিভিসিজ)

County Voluntary Councils in Wales (CVCs)

কাউন্টি ভলান্টারি কাউন্সিলের ভূমিকা হচ্ছে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে তাদের কার্যক্রমের

সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শ এবং তথ্য প্রদান করা। তারা স্বেচ্ছাসেবায় সমর্থন জোগানোর মাধ্যমে স্বেচ্ছামূলক বিভিন্ন পদক্ষেপে সহায়তা দিয়ে থাকে, অনুসরণীয় উদাহরণসমূহ সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করে, এবং তহবিলের উৎস ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে। এছাড়াও তারা যৌথ-খাত অংশীদারিত্বে স্বেচ্ছাসেবা খাতকে প্রতিনিধিত্ব করে। সিভিসিএস (CVCs)-এর সাথে যোগাযোগের সকল ঠিকানা পাওয়া যাবে ওয়েল্স কাউন্সিল ফর ভলান্টারি এ্যাকশন (ডব্লিউসিভিএ) (the Wales Council for Voluntary Action (WCVA))-এর ওয়েবসাইটে। (বিস্তারিত জানতে নিচে দেখুন (see below))।

ডাইরেক্টরি অব সোশ্যাল চেঞ্জ

Directory of Social Change (DSC)
ডাইরেক্টরি অব সোশ্যাল চেঞ্জ হচ্ছে তথ্য প্রাপ্তির একটি স্বতন্ত্র উৎস এবং স্বেচ্ছাসেবা খাতের সহায়ক প্রতিষ্ঠান। এটি প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা, সম্মেলন ও সেমিনার আয়োজন এবং তথ্য নির্দেশিকা, হ্যান্ডবুক ও জার্নাল প্রকাশ করে থাকে।

Directory of Social Change
24 Stephenson Way
London NW1 2DP
ফোনঃ 020 7391 4800
ফ্যাক্সঃ 020 7391 4808

সাধারণ অনুসন্ধানঃ 08450 77 77 07
ইমেইলঃ enquiries@dsc.org.uk
ওয়েবসাইটঃ www.dsc.org.uk

এথনিক মাইনরিটি ফাউন্ডেশন (ইএমএফ) Ethnic Minority Foundation (EMF)
ইএমএফ (EMF) কৃষ্ণাঙ্গ এবং সংখ্যালঘু জাতিগত সংগঠনগুলোর প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রস্তুত করে, এর মধ্যে রয়েছে নেটওয়ার্কিং, প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ এবং একটি ট্রাস্টি রেজিস্টার।

Ethnic Minority Foundation (EMF)
Forbes House
9 Artillery Lane
London
E1 7LP
ফোনঃ 020 7426 8950
ফ্যাক্সঃ 020 7426 8429
ইমেইলঃ enquiries@ethnicminorityfund.org.uk
ওয়েবসাইটঃ www.ethnicminorityfund.org.uk

দি ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড সেক্রেটারিজ এন্ড এডমিনিস্ট্রেটর্স (আইসিএসএ)

The Institute of Chartered Secretaries and Administrators (ICSA)
এটি চার্টার্ড সেক্রেটারিদের একটি পেশাদার সংস্থা। প্রতিষ্ঠানটি উৎকৃষ্ট আচরণবিধি গাইড এবং নির্দেশনা প্রস্তুত করে থাকে। এছাড়া যেসব দাতব্য প্রতিষ্ঠান নতুন ট্রাস্টির খোঁজ করে তাদেরকে সহায়তা দিয়ে থাকে।

আইসিএসএ

ICSA
16 Park Crescent
London W1B 1AH
ফোন: 020 7580 4741
ফ্যাক্স: 020 7323 1132
ইমেইল: info@icsa.co.uk
ওয়েবসাইট: www.icsa.org.uk

ইন্সটিটিউট অব ফান্ডরেইজিং

Institute of Fundraising
এটি তহবিল সংগ্রাহকদের সহায়তা প্রদান এবং প্রতিনিধিত্ব করা একটি পেশাদার সংস্থা। প্রতিষ্ঠানটি তহবিল সংগ্রহের সর্বাধিক উত্তম পন্থা এবং তহবিল ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রসারে কাজ করে।

Institute of Fundraising
Park Place
12 Lawn Lane
London SW8 1UD
ফোন: 020 7840 1000
ফ্যাক্স: 020 7840 1001
ইমেইল: enquiries@institute-of-fundraising.org.uk
ওয়েবসাইট: www.institute-of-fundraising.org.uk

প্রার্থনার স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া তালিকাভুক্ত ভবনসমূহের জন্য অনুদান Grants for Listed Buildings used as Places of Worship
www.lpwscheme.org.uk

মূলত প্রার্থনার স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া তালিকাভুক্ত ভবন ব্যবস্থাপনা এবং সংস্কারের মূল্য-সংযোজন কর-জনিত খরচ বিষয়ে সহায়তা প্রদানের জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত তথ্য।

ন্যাশনাল এসোসিয়েশন ফর ভলান্টারি এন্ড কমিউনিটি এ্যাকশন (এনএভিসিএ)

National Association for Voluntary and Community Action (NAVCA)

স্থানীয় দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের সবচেয়ে নিকটবর্তী কাউন্সিল ফর ভলান্টারি সার্ভিস (সিভিএস) (Council for Voluntary Service (CVS)) খুঁজে পেতে এনএভিসিএ (NAVCA) ওয়েবসাইট ব্যবহার করতে পারে। এই কাউন্সিলগুলো স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত বিষয়, তথ্য-প্রযুক্তি এবং স্বেচ্ছাশ্রমসহ বিভিন্ন প্রায়োগিক বিষয়ের উপর সহায়তা এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

এনএভিসিএ (NAVCA)
The Tower
2 Furnival Square
Sheffield S1 4QL
ফোনঃ 0114 278 6636
ফ্যাক্সঃ 0114 278 7004
ইমেইলঃ navca@navca.org.uk
ওয়েবসাইটঃ www.navca.org.uk

দ্য ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ভলান্টারি অর্গানাইজেশন্স (এনসিভিও)

The National Council for Voluntary Organisations (NCVO)

এটি বিভিন্ন বিষয়ের উপর তথ্য প্রস্তুত করে এবং স্বেচ্ছাসেবা খাতে কাজ করা সংশ্লিষ্টদের সহায়তা সেবা দিয়ে থাকে, যার মধ্যে ট্রাস্টিদের প্রবেশন-কার্যক্রম এবং সহায়তা প্রদানের উপর একটি প্রকাশনাও রয়েছে।

দ্য ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ভলান্টারি অর্গানাইজেশন্স

The National Council for Voluntary Organisations
Regent's Wharf
8 All Saints Street
London N1 9RL

ফোনঃ 020 7713 6161
ফ্যাক্সঃ 020 7713 6300
ফ্রি-ফোনঃ 0800 2798 798
ইমেইলঃ ncvo@ncvo-vol.org.uk
ওয়েবসাইটঃ www.ncvo-vol.org.uk

ওয়েল্‌স কাউন্সিল ফর ভলান্টারি এ্যাকশন (ডব্লিউসিভিএ)

Wales Council for Voluntary Action (WCVA)
এটি ওয়েল্‌স-এ স্বেচ্ছাসেবা খাতের কণ্ঠস্বর। এটি ওয়েল্‌সের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে, এবং তাদের হয়ে প্রচারণা চালিয়ে থাকে। ডব্লিউসিভিএ (WCVA) বিভিন্ন বিষয়ের উপর তথ্য প্রদান, পরামর্শ সেবা, অর্থায়ন, ব্যবস্থাপনা, ও প্রশিক্ষণ সেবা দিয়ে থাকে। দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের নিকটস্থ কাউন্টি ভলান্টারি কাউন্সিল (সিভিসি) (County Voluntary Council (CVC)) খুঁজে পেতে ডব্লিউসিভিএ'র (WCVA) ওয়েবসাইটটি ব্যবহার করতে পারেন।

Wales Council for Voluntary Action
Baltic House
Mount Stuart Square
Cardiff Bay
Cardiff CF10 5FH
হেল্পলাইনঃ 0800 2888 329
ফ্যাক্সঃ 029 2043 1701
ইমেইলঃ help@wcva.org.uk
ওয়েবসাইটঃ www.wcva.org.uk

চ. চ্যারিটি কমিশন -এর প্রধান প্রধান যোগাযোগবৃত্তান্ত ও প্রকাশনাসমূহ

আমাদের ফেইথ গ্রুপস্‌ (Faith Groups) প্রকল্পের উপর ভিত্তি করে, কমিশন ধর্মবিশ্বাস-ভিত্তিক দাতব্যসমূহের কার্যক্রমকে সহায়তা প্রদানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির উপর আরও কাজ করছে এবং একটি বিশ্বাস এবং সামাজিক আসঞ্জন ইউনিট (Faith and Social Cohesion Unit) প্রতিষ্ঠা করেছে।

ইউনিটটি ধর্মবিশ্বাস-ভিত্তিক দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রধান প্রধান ক্ষেত্রগুলোতে যেমন, দাতব্য হিসেবে নিবন্ধন লাভ, ট্রাস্টিদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, পরিচালন পদ্ধতি, অর্থ, এবং শিশু ও অরক্ষিত সুবিধাভোগীদের সাথে কাজ করা- প্রভৃতি বিষয়ে পরামর্শ, নির্দেশনা প্রদান এবং সক্ষমতা তৈরি- প্রভৃতি বিষয়ে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে কমিশনের কাজে সমন্বয় রক্ষা করবে। ইউনিটটির সাথে যোগাযোগের জন্য ইমেইল করুন FSCUinfo@charitycommission.gsi.gov.uk অথবা টেলিফোন করুন 0207 674 2442 নম্বরে।

চ্যারিটি কমিশনের ওয়েবসাইটটি তথ্যের একটি কার্যকর উৎস। এছাড়াও কমিশন বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রকাশনা বের করে থাকে এবং এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দাতব্য প্রতিষ্ঠানের ট্রাস্টিদের এবং সাধারণ জনগণকে দাতব্য আইন, বিধি-বিধান এবং উৎকৃষ্ট উদাহরণসমূহ সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করে। প্রকাশনার পূর্ণাঙ্গ তালিকা (full list of publications) আমাদের ওয়েবসাইটে এবং আমাদের প্রকাশনা সিসি১ (CC1)-এ রয়েছে।